# শতবর্ষে
# আলোর দিশারী

## জমিয়তে উলামায়ে বাংলা

প্রতিষ্ঠাতা -

যুগ সংস্কারক হজরত পীর আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

ফুরফুরা দরবার শরীফ
১৯২১-২০২২

## শতবর্ষ
## উদযাপন

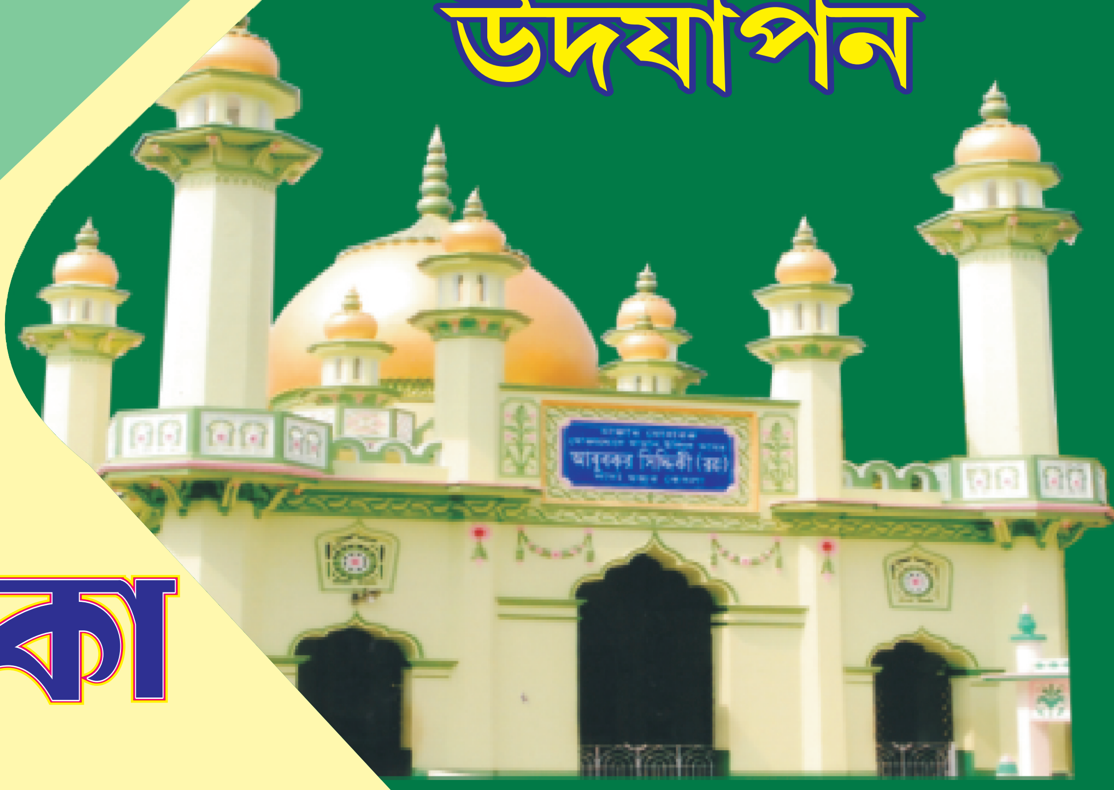

# স্মরণিকা

# শোক প্রস্তাব

পীর সাহেব হজরতগণ এবং জমিয়তে উলামায়ে বাংলার বিগত বছরে যে সমস্ত কর্মকর্তা ও সাধারণ কর্মী ও শুভাকাঙ্খী যারা আজ আমাদের মাঝে নেই আজকের এই শতবর্ষ উৎসব পালনের দিনে তাঁদেরকে শ্রোদ্ধার সাথে স্মরণ করি এবং মহান আল্লাহর দরবারে তাঁদের রুহের (আত্মার) শান্তি ও মাগফেরাত কামনা করি। মহান আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁদেরকে আখেরাতে সর্বোত্তম প্রতিদান দেন।

সাথে সাথে আমাদের দেশের যে সমস্ত মানব হিতৈষী দেশবরেণ্য, শিক্ষাবিদ, শিক্ষানুরাগী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী সমাজসেবী, শিক্ষক

অধ্যাপক যাঁরা প্রয়াত হয়েছেন তাঁদের সকলকে শ্রোদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

# উৎসর্গ

জমিয়তে উলামায়ে বাংলার প্রাক্তণ সভাপতি আল্লামা পীর সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী (রহঃ) এঁর প্রাণপ্রিয় নাতি জমিয়তে উলামায়ে বাংলার নিবেদিত প্রাণ চৌত্রিশ বছরের যুবক সৈয়দ জুনাইদ মেহেদী (রঃ)-র অমলিন স্মৃতির উদ্দেশ্যে আজকের 'স্মরণিকা' টি উৎসর্গ করা হল।

# জমিয়তে উলামায়ে বাংলার বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটি

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | - | পীর ইমরানউদ্দিন সিদ্দিকী সাহেব |
| সহঃ-সভাপতি | - | আলহাজ্ব মাওলানা সৈয়দ বাহাউদ্দিন সাহেব |
| সহঃ-সভাপতি | - | পীরজাদা মাওলানা মিনহাজউদ্দিন সিদ্দিকী সাহেব |
| সহঃ-সভাপতি | - | আলহাজ্ব সুফি তাজাম্মুল হোসেন সাহেব |
| সহঃ-সভাপতি | - | আলহাজ্ব মাওলানা ইমান আলি সাহেব |
| সহঃ-সভাপতি | - | আলহাজ্ব বদরউদ্দিন আহমেদ সাহেব |
| সহঃ-সভাপতি | - | মাওলানা ঈসা সাহেব |
| সম্পাদক | - | সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন সাহেব |
| যুগ্ম সম্পাদক | - | মাওলানা মুফতী আজমাতুল্লাহ সিদ্দিকী সাহেব |
| যুগ্ম-সম্পাদক | - | আলহাজ্ব মাওলানা সফিকুল ইসলাম সাহেব |
| যুগ্ম-সম্পাদক | - | আলহাজ্ব মাওলানা গিয়াসউদ্দিন সাহেব |
| যুগ্ম-সম্পাদক | - | হাফেজ আজিজ উদ্দিন সাহেব |
| যুগ্ম-সম্পাদক | - | মাওলানা সিরাজুল হক সাহেব |
| কোষাধ্যক্ষ | - | আলহাজ্ব হাসান আলী সাহেব |
| হিসাব রক্ষক | - | সেখ বেল্লাল হোসেন সাহেব |
| মুখ্য সংগঠক | - | ডাঃ কবির আহমেদ সাহেব |
| সহ সংগঠক | - | আলহাজ্ব মহম্মদ হোসেন সাহেব |
| সহ সংগঠক | - | ইমরান আলী শাহ |

# জমিয়তে উলামায়ে বাংলা অভ্যর্থনা কমিটি

| | | |
|---|---|---|
| পীর ইমরান উদ্দিন সিদ্দিকী | - | সভাপতি |
| সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন | - | আহ্বায়ক (সম্পাদক) |
| পীরজাদা মিনহাজ উদ্দিন সিদ্দিকী | - | সদস্য |
| মাওলানা সৈয়দ বাহাউদ্দিন | - | সহ সভাপতি |
| মাওলানা আজমাতুল্লাহ সিদ্দিকী | - | সহ সভাপতি |
| সৈয়দ সাহাবুদ্দিন | - | সদস্য |
| মাওলানা তাজাম্মুল হোসেন | - | সদস্য |
| কাজী আব্দুর রহিম | - | সদস্য |
| মোঃ সফিকুল ইসলাম | - | সদস্য |
| ডাঃ কবির আহমেদ | - | সদস্য |
| মোঃ সাইফুল ইসলাম | - | সদস্য |
| হাসান আলী | - | সদস্য |
| মাওলানা সিরাজুল | - | সদস্য |
| মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব | - | সদস্য |
| মেহতাবুব রহমান সাহেব | - | সদস্য |
| হাফেজ আজিজ উদ্দিন | - | সদস্য |
| কাজী কিরমানি | - | সদস্য |
| ইনজামামুল হক | - | সদস্য |
| মাওলানা তাজ মোহাম্মদ | - | সদস্য |
| ইমরান শাহজি | - | সদস্য |
| মোঃ জাকির হোসেন | - | সদস্য |
| ডাঃ রিজাউল করীম | - | সদস্য |
| রবিউল হক | - | সদস্য |
| নাজির হোসেন মণ্ডল | - | সদস্য |
| মোজাম্মেল তরফদার | - | সদস্য |
| জামিল আহমেদ | - | সদস্য |
| মোল্লা রজব আলী | - | সদস্য |
| মোঃ ইসরাইল মল্লিক | - | সদস্য |
| মোঃ জব্বার গাজি | - | সদস্য |
| সৈয়দ জিয়াজুর রহমান | - | সদস্য |
| মাওলানা ইশাহাক | - | সদস্য |
| সেখ সাহিদ আকবর | - | সদস্য |
| জিকরীয়া খান | - | সদস্য |
| মহঃ সুলতান | - | সদস্য |
| আফজাল রহমান | - | সদস্য |
| মাওলানা মোকাররাম আলী | - | সদস্য |
| মাওলানা মহঃ আব্দুল্লাহ | - | সদস্য |

## সভাপতির কলমে.......

সমস্ত প্রশংসা মহান রব্বুল আলামীনের যিনি আমাদের সুযোগ করে দিয়েছেন এই অনুপম মূহূর্তের সাক্ষী থাকার। অসংখ্য সালাত ও সালাম মহানবী (সঃ)-এর উপর যাঁর আগমন ও অনুসরণ আমাদের জন্য পরম সৌভাগ্যের।

বিগত শতকের শ্রেষ্ঠ যুগপুরুষ ও যুগসংস্কারক শাহ সূফী পীর আবু বকর সিদ্দীকী (রঃ)-এর কল্যাণময় হাতে ১৯২১ সালে তৎকালীন ‘জমিয়তে উলামায়ে বাংলা ও আসাম’ তথা অধুনা ‘জমিয়তে উলামায়ে বাংলা’র প্রতিষ্ঠা ও পথচলার যে শুভ সূচনা হয়েছিল তা বহু পথ পরিক্রমা শেষে আজ উপনীত হয়েছে শত অব্দের দ্বার প্রান্তে। আধ্যাত্মিক চেতনার উন্নতি ও জাতির সেবায় নিয়োজিত হবার নিঃস্বার্থ লক্ষ্যের যে বীজ প্রতিষ্ঠাতা পীর দাদাহুজুর (রঃ) রোপন করেছিলেন, তা থেকে আজ অজস্র বৃক্ষ মহীরুহ হয়ে ছায়াবিস্তার করে চলেছে। শতবর্ষের এই যাত্রাপথের প্রতিটি সোপানে প্রশংসাযোগ্য অবদান রেখে গেছেন কত স্বনামধন্য, কর্মঠ, নিবেদিতপ্রাণ, প্রচারবিমুখ ব্যক্তিবর্গ তথা কর্মীবৃন্দ যাদের প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামীন দেবেন ইন-শা-আল্লাহ। শতবর্ষ পূর্বের কোনো এক ক্ষণে পীর আবু বকর যে উদ্দেশ্যে এগিয়ে এসেছিলেন, তার মশাল আজও নির্বাপিত হয়নি। পৃথিবীর শেষ লগ্ন পর্যন্ত মহান প্রভু এর যাত্রাপথ বিস্তার করেন সেই প্রার্থনা করি।

আমার পূর্বে এই সুপ্রাচীন সংগঠনের সম্মানিত পদে যাঁরা ছিলেন তাঁদের কৃতিত্বেই আজ আমাদের পাথেয়। পরম করুণাময়ের কাছে আমার তথা এই প্রজন্ম কৃতজ্ঞ যে তিনি আমাদেরকে শতাব্দীর এই সন্ধিক্ষণের সাক্ষী থাকার তথা দায়িত্বভার গ্রহণ করার সুযোগ দিয়েছেন। অজস্র সমালোচনাকে উপেক্ষা করে ইখলাসের সাথে এই সংগঠন যেভাবে কাজ করে এসেছে মহান আল্লাহ আমাদেরকেও একই উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, চিন্তাধারা নিয়ে তার কর্মযজ্ঞকে অব্যাহত রাখার তওফিক যেন দেন। পার্থিব উদ্দেশ্য নয়, বরং স্রষ্টার সার্বিক সন্তুষ্টি অর্জনই আমাদের এক ও অদ্বিতীয় উদ্দেশ্য হোক।

এই **স্মরণিকা** একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস তথা মাধ্যম যা শতাব্দীর এই মূহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখবে। বিভিন্ন প্রবন্ধ, তথ্য ইত্যাদি দিয়ে যারা এই প্রয়াসকে সমৃদ্ধ ও সুশোভিত করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বিশেষ করে শতবর্ষ উদযাপনের সঙ্গে জড়িত প্রত্যেক ব্যক্তিবর্গের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। পরম করুণাময় সকলকে উত্তম প্রতিদান দিন।

ধন্যবাদান্তে,

**পীর ইমরানউদ্দিন সিদ্দীকী**

## এ কেমন বিদায় !

জমিয়তে উলামায়ে বাংলার ভূতপূর্ব সভাপতি হযরত শাহ সুফী আল্লামা পীর সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী (রহঃ)-এর দৌহিত্র্য তরুণ সৈয়দ মহঃ জুনায়েদ আমাদের এই সংগঠনের একজন নিবেদিত প্রাণ, কর্মঠ, সদাপ্রস্তুত কর্মী ছিল। সংগঠনের বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজে তার সক্রিয় ও স্বর্তঃস্ফর্ত অংশগ্রহণ আমাদের সর্বদা উজ্জীবিত ও প্রাণবন্ত করেছে। নিঃস্বার্থ কর্মপ্রাণ যুবক জুনায়েদ বর্তমান সভাপতি ইমরানউদ্দিন সিদ্দিকী সাহেবের ভগ্নিপুত্র এবং প্রাক্তণ সম্পাদক মাওঃ সৈয়দ বাহাউদ্দিন সাহেবের জামাতা। বিগত ১৪ /০৫ / ২২ মধ্যরাতে ফুরফুরার নিকটস্থ আঁইয়া নামক স্থানে সদ্য চৌত্রিশ উত্তীর্ণ তরুণ জুনায়েদ মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় সকলকে অব্যক্ত শোকের সাগরে ভাসিয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যায়। পরম করুণাময়ের কাছে আমরা তার রূহের শান্তি ও মাগফেরাত কামনা করি। তারই স্মৃতিতে কাজী মোহাঃ মাকীনের রচিত শোকগাথা।

জুনায়েদ !জুনায়েদ ! শুনছ কি তুমি আকুল আর্ত ডাক?
একবার তুমি সাড়া দাও শুধু , কেন আছ নির্বাক?
তোমাকে হারিয়ে চারিদিকে শুধু আঁধাঁরের হাতছানি
তারই মাঝেতব কত শত স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে থাক।

জুনায়েদ তুমি চোখের শান্তি, তৃপ্ত মনের সুর
তুমি আছ বহু হৃদয়ের মাঝে, যাওনি তো বহুদূর !
জুনায়েদ তুমি পরম প্রভুর নীরব আশিক বুঝি !
তোমার অমর জীবনে ঝরুক আল্লাপ্রেমের নূর।

আল্লাহর দিকে ফিরতেই হবে মুমিনের বিশ্বাস;
ইমানের দাবী, রবের আদেশ করিনি অবিশ্বাস।
জুনায়েদ তব শহীদী বিদায় অন্তরে করাঘাত।
তোমার বিদায়ে থেমে গেছে যেন প্রকৃতির নিঃশ্বাস।

তুমি ছিলে যেন পরিবার ‘পরে ছায়াঘেরা তরুরাজি।
তোমার বিহনে বাগানে কেমনে ফুলেরা ফুটবে আজি।
কতটা সবর করলে, হে খোদা, মায়েদের ভাঙা বুক
সান্ত্বনা পাবে সন্তান বিনে, তোমাকে করবে রাজী।

তুমিই তো ছিলে তোমার পিতার ভরসার ছায়াতল।
পিতার বক্ষে পাথর চেপেছে হয়ে গেছে নিশ্চল।
খোদার আদেশ নতজানু হয়ে মেনেছে আপনজন,
বিদায় দিয়েছে সুঠাম তরুণ সন্তান নির্মল।

শোকের আকাশ ভাঙিয়া পড়েছে অর্ধাঙ্গিনী পরে।
পৃথিবী তাহার আঁধার হয়েছে জুনায়েদ তোমা তরে।
সন্তান গুলো এখনও বুঝি বা পথ চেয়ে আছে বসে।
জানে না তাহারা আর কোনদিন ফিরবে না তুমি ঘরে।

জুনায়েদ তব হাসি মুখখানি সকল হৃদয়ে ভরে;
তোমার কথারা যায়নি হারিয়ে, মুক্তোর মত ঝরে।
কত মানুষের উপকার তুমি করেছো সঙ্গোপনে।
জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে তব গুণগান করে।

ওগো আল্লাহ, রাখিও তাহাকে তব রহমতে ঢাকি
সন্তানহারা রসুলের মত সবর দিও গো সবে।
স্বামীকে হারিয়ে আমিনার মত ধৈর্যের প্রতিরূপ
করিও তাহার জায়াকে হে প্রভু এই কঠিন ভবে।

ওলির বাগানে শুয়ে জুনায়েদ, ওলিদের সাথে যেন
কাল ক্বেয়ামতে তোমা’ জান্নাত পায় বেহিসাব প্রভু
প্রিয়জন সনে মিলনের খুশি দিও সেই দিন তুমি
সবর করেছি, এর প্রতিদানে নিরাশ কোরো না কভু।

# শতবর্ষের আলোকে জমিয়তে উলামায়ে বাংলা

**সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন**
সাধারণ সম্পাদক

জমিয়তে উলামায়ে বাংলার শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানের সভায় মাননীয় সভাপতি, মাননীয় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত বিভিন্ন শাখা সংগঠনের কর্মকর্তা সদস্য অনুরাগী ও শুভাকাঙ্খীসহ উপস্থিত সুধীবৃন্দ — আজকের এই স্মরণীয় অনুষ্ঠানের প্রাকমূহুর্তে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও হার্দিক অভিনন্দন, উপস্থিত ও অনুপস্থিত সকলের জন্য কামনা করি শান্তি ও মহান আল্লাহতায়ালার অপার করুণা।

সর্বপ্রথমেই সবিনয়ে উল্লেখ করতে চাই যে, আমাদের এই সংগঠন মানুষকে নিয়ে — মানুষের জন্য — মানুষেরই সাহায্যে। অতএব মানুষের কথা মানুষের অবস্থা নিয়ে আমাদের কথা আমরা শুরু করতে চাই।

প্রযুক্তি বিজ্ঞানের অকল্পনীয় এই উন্নতির যুগে অজানা রহস্যময় পৃথিবী গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে এখন তাকে ‘গ্লোবাল ফ্যামিলি’ বললেও অত্যুক্তি হবে না বলে মনে করি। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের পরিবারের সদস্যদের সুখ, দুঃখ, ব্যথা বেদনার কথা আমরা উপলব্ধি করতে পারি, পক্ষান্তরে চোখ কান খোলা রাখলে অন্তরকে প্রসারিত করলে ‘গ্লোব্যল ফ্যামিলির’ সদস্যদের সুখ দুঃখ ব্যথা বেদনার কথা আমাদের অন্তরে শুধু মুদ্রিত নয় খোদিত হয়ে যেতে পারে, প্রযুক্তির এমনই মহিমা! কিন্তু তবুও আমাদের দেখতে হয় ক্ষুধাজর্জর হাড় জিরজিরে মরনোন্মুখ শিশুর পাশে ক্ষুধিত শকুনের বসে থাকার দৃশ্য কিংবা সেই শিশু যার দেশ ত্যাগী পিতামাতার সঙ্গে তার প্রাণটিও নিষ্ঠুর সমুদ্র হরণ করেছে কেবল তার মৃতদেহটিকে যেন তটের বালু রাশির উপর স্থাপন করেছে প্রদর্শনী রূপে। ভোগবাদী মানুষ এ ধরনের মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে তাৎক্ষনিক ভাবে চমকে উঠেছে পরক্ষনেই আবার ব্যস্ত হয়ে পড়েছে প্রাচুর্য্যের প্রতিযোগিতায়। এই প্রতিযোগিতায় মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়া মানুষদের অপচয়ে ভ্রূক্ষেপহীন উদ্দাম ভোগবাদী জীবন অপরদিকে দরিদ্র, অনুন্নত ও সন্ত্রাসদীর্ণ রাষ্ট্রগুলির অন্নহীন, সহায় সম্বলহীন, আশ্রয়হীন, নিরাপত্তাহীন মানুষের অস্তিত্বরক্ষার কঠিন সংগ্রামী জীবন বিশ্বায়নকে, মুক্ত অর্থনীতিকে কঠিন প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। মুক্ত অর্থনীতির যাদুস্পর্শে শতবর্ষ উদযাপন আমাদের বিশাল দায় দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবে এটা অনস্বীকার্য যে ইং ১৯৩৯ সালে জমিয়তে উলামায়ে বাংলার প্রানপুরুষ তথা পূর্বভারত বাংলার মুসলমানের অভিভাবক’ শাহ আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ) এর অন্তর্ধানের পর সংগঠনের মধ্যে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয় এবং কার্যধারাও স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। এর আট বৎসর পর ১৯৪৭ সালে দ্বিখণ্ডিত হয়ে দেশ যখন স্বাধীনতার স্বাদ পেল তখন মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাও দ্বিখণ্ডিত হলো। জমিয়তের প্রাণকেন্দ্র ফুরফুরা পশ্চিমবঙ্গের অংশ হওয়ায় এবং পূর্ববঙ্গ স্বাধীনদেশ ‘পূর্ব পাকিস্তান’ হিসাবে আত্ম প্রকাশ করায় বাংলার দুই খন্ডের মানুষের মধ্যে অবাধ মেলামেশার সুযোগ সীমিত হয়ে গেলো। ফলে জমিয়তের কম পরিধিও অনেকাংশে সংকুচিত হয়ে পড়ল। কিন্তু জমিয়তের মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটেনি। ফুরফুরার কৃতি সন্তান তথা তৎকালীন অখন্ড বঙ্গের মুসলিম সমাজের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বের সুযোগ্য ‘উত্তরসূরী পুত্র, পৌত্র ও অন্যান্য বংশধর এবং অগণিত ভক্তকূলের অকৃত্রিম আন্তরিক প্রয়াসে তাঁর আবদ্ধ কাজকে অবিরাম প্রচেষ্টায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার গতি অব্যাহত আছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব ভারতে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে যাঁরা ইসলামের অকৃত্রিম রূপকে হৃদয়ে ধারণ করে নিজেদের জীবন গড়েছেন এবং সেই রূপ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে সমাজ থেকে কুসংস্কারের অন্ধকার দুর করার মাধ্যমে অর্থহীন আচার অনুষ্ঠানের বোঝা লাঘব করে সমাজের চলার গতিকে মসৃন করে সমাজে ন্যায়, নীতি, মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার কাছে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগন্য ব্যক্তিত্ব ফুরফুরার পীর হজরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (রহঃ) যিনি জমিয়তে উলামায়ে বাংলা সংগঠনের মূল প্রেরণা দাতা ও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

জমিয়তে উলামায়ে বাংলা'র অতীত ও বর্তমান সম্বন্ধে জানতে হলে সংগঠন যাঁর ভাবধারা বহন করে চলেছে তাঁর কর্ম সাধনার কিছু পরিচয় জানা একান্তই আবশ্যক। মাওলানা আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ) ছিলেন ইসলামী শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। দর্শন শাস্ত্রের জ্ঞানও তাঁর করায় ছিল তিনি ছিলেন দূরদর্শী, নির্ভীক, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। ইসলাম প্রচারকেই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র হিসাবে বেছে নেন। প্রচারসভায় তাঁর প্রখর যুক্তি, বিশ্লেষণী ক্ষমতা, উপস্থাপনার কৌশলে শ্রোতামণ্ডলী চমৎকৃত হতো। ধীরে ধীরে তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সাধারণ মানুষ ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, নির্ধন, লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, গবেষক বলা যায়, আপামর বাংলাভাষীর বৃহত্তর অংশই তাঁর প্রভাব বৃত্তের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়।

একদিকে ইসলামী চিন্তাবিদ সুপণ্ডিত আল্লামা রুহুল আমিন (রঃ) অপরদিকে বহুভাষাবিদ ভাষাতাত্ত্বিক ডঃ মোঃ শহীদুল্লাহ্ (রঃ) প্রমুখ বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিত্ব তাঁর সংস্পর্শে এসে নিজেদের ধন্য মনে করেছেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহন করেছেন। অপরদিকে অনেক লেখক, সাংবাদিক, পত্রিকা সম্পাদক এমনকি বহু রাজনীতিক তাঁর চার পাশে সংঘবদ্ধ হয়েছিলেন।

এই অনুকূল আবহে ধর্ম্ম প্রচার ও সমাজ সংস্কারের কাজকে আরও পরিকল্পিতরূপে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে পীর সাহেবের যার প্রকাশ কাল ১৯১১ খৃঃ। দু বৎসর পরে ১৯১৩ সালে আত্মপ্রকাশ করে 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাংলা' এই দুইটি সংগঠন গড়ে ওঠার পূর্ব থেকেই সমকালীন সময়ে কর্মরত অন্যান্য অনেক সংগঠনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। বিশেষভাবে ১৯০৬ সালে প্রকাশিত 'আঞ্জুমানে এত্তেফাক ইসলাম' এর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল।

'আঞ্জুমানে ওয়ায়েজিনে বাংলার মুখপাত্র হিসাবে প্রথমে সাপ্তাহিকী 'মোসলেম হিতৈষী (১৯১১) এবং পরে ইসলাম দর্শন (১৯২০) নামে একটি পত্রিকা মাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হয়।

উপরিউক্ত দুই সংগঠন পীর আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ) র মতাদর্শ প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বক্তৃতা দ্বারা, লেখনী দ্বারা প্রচার কার্য সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত প্রচারক ও বক্তাদের বাংলা, বিহার ও আসামের প্রান্তে প্রান্তে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে প্রেরণ করে মুসলিম জনমানসের বদ্ধ কুসংস্কার ও অনৈসলামিক চিন্তাধারার বিলোপ সাধন করে প্রকৃত ইসলামী ভাবধারা প্রচলনের যে বৈপ্লবিক কার্যধারার নজীর তিনি রেখে গেছেন তা এতদঞ্চলের মুসলমান জনসাধারণের বর্তমান জীবন ধারা পর্যালোচনা করলেই পরিস্ফুট হবে।

তবে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে পীর আবুবকর (রঃ) শুধু ধর্ম প্রচার, সমাজ সংস্কার, আধ্যাত্মিকতা শিক্ষাদান করেই তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি। জনসাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থনৈতিক অবস্থা,

বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে সদ্ভাব সম্প্রীতি রক্ষা, অসহায় দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়ানো প্রভৃতি সামাজিক দায়িত্ব তিনি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন — যার পূর্ণ বিবরণ এই অল্প পরিসরে দেওয়া নিতান্তই অসম্ভব।

আর একটি প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল সমকালীন রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকা। বিপুল সংখ্যক পিছিয়ে পড়া মানুষের ধর্মীয়, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের দায়বদ্ধতা নিয়ে যিনি পথ চলা শুরু করেন তাঁর পক্ষে রাজনৈতিক বিষয়ে একেবারে নির্লিপ্ত থাকা কি সম্ভব? পরাধীন দেশের নাগরিকদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের, ধর্মপালনের অধিকারের প্রশ্নে, মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্খার প্রশ্নে তাঁর পক্ষে নীরব থাকা সম্ভব হয়নি। তবে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে কখনও যুক্ত হননি। অসহযোগ আন্দোলন, খেলাফৎ আন্দোলন, বিদেশী পন্য বয়কট আন্দোলন, বেঙ্গল প্যাক্ট বিষয়ে, ধর্মীয় আইনের উপর বৃটিশ গভর্নমেন্টের হস্তক্ষেপ প্রভৃতি রাজনৈতিক বিষয়ে তিনি নির্ভীকভাবে নিজ মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং প্রয়োজনে কখনও তার সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন কখনও বা বিরোধিতা করেছেন। সর্ব ক্ষেত্রেই তাঁর দূরদর্শিতা প্রমানিত হয়েছে। ফলে পূর্ব ভারতের মুসলিম জনগনের অবিসংবাদী ধর্মীয় নেতৃত্ব হিসাবে জনগণের উপর তাঁর বিপুল প্রভাব এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁর সদর্থক ভূমিকা দেখে এ, কে, ফজলুল হক, ব্যারিস্টার আব্দুর রসুল প্রমুখ বহু রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাঁর সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর সাহচর্যকে তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করে তাঁর প্রভাব বলয়ের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যান। এইভাবে পীর সাহেবের দরবারে অন্যান্য সকল শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে রাজনীতিকদের সমারোহ নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়।

এক সময় পীর সাহেবের দরবারে গান্ধীজিরও আগমন ঘটে। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সময় তাঁর সমর্থন পাওয়ার উদ্দেশ্যে মাওলানা মোহাম্মাদ আলী, ডাঃ সইফুদ্দিন কিচলু প্রমুখ কয়েকজন সঙ্গীসহ তার সঙ্গে দেখা করে। দেশের তৎকালীন পরিস্থিতির উপর পীর সাহেবের সঙ্গে গান্ধীজির বিস্তারিত আলোচনা হয়। সমাজের দুর্বল ও অনগ্রসর শ্রেণীর জীবন ও ধর্মীয় জীবনের নিরাপত্তার শর্তে তিনি তাঁর সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

'জমিয়তে উলামায়ে বাংলা'র লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যধারার সম্যক উপলব্ধি স্পষ্টতর হবে বিধায় সংগঠনের প্রানপুরুষের বর্ণময় কর্মজীবনের সামান্য কিছু অংশ তুলে ধরা হল। এক্ষনে পূর্বে উত্থাপিত বিষয়ে উল্লেখ করতে হয় যে, বঙ্গীয় আলেমদের দ্বিতীয় সংগঠন 'আঞ্জুমানে উলামায়ে বাংলা' ১৯২১ সালে 'জমিয়তে উলামায়ে বাংলা'য় রুপান্তরিত হয়। অবশ্য লক্ষ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। পরিবর্তিত এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি পীর আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ)। সম্পাদকের দায়িত্বে আসেন মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী।

ইতিমধ্যে ১৯১৯ সালে গঠিত আলেমদের সংগঠন 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ' সর্বভারতীয় সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং কাজ কর্মও শুরু করেছে। বৃহত্তর পটভূমিকায় কাজ করা যাবে এই বিবেচনায় পীর সাহেব 'জমিয়তে ওলামায়ে বাংলা' কে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের সঙ্গে যুক্ত করে জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের কর্মপরিধির আরও বিস্তার ঘটালেন। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯২৬ সালের ২৭—৩০ শে ফাল্গুন ৪ দিন ব্যাপী কোলকাতার হ্যালিডে পার্কে 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের' সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে ভারতে বিভিন্ন প্রদেশের বিশিষ্ট উলামাগন উপস্থিত হন। এই সভাকে সাফল্যমন্ডিত করতে অবিভক্ত বঙ্গের সভাপতি-তথা অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান পীর আবুবকর সিদ্দিকী

(রঃ) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই সমাবেশেই সর্বপ্রথম ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহন করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই প্রস্তাব গ্রহন করতে কংগ্রেসের আরও দুই বৎসর লেগেছিল আর মুসলিম লীগের লেগেছিল ১২ বৎসর। এই ঘটনা পরাধীন ভারতের উলামাদের স্বাধীনতা সম্পর্কিত চেতনার অগ্রগামিতাকে সূচিত করে।

এরপর ১৯৩০ সালের ৩রা, ৬ই মে 'জমিয়তে উলেমায়ে হিন্দ' এর আমরুহা অধিবেশনে তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়ঃ

প্রথম প্রস্তাব — যেহেতু কংগ্রেস দল লাহোর অধিবেশনে দেশের জন্য পূর্ব স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহন করেছে এবং নেহেরু রিপোর্ট বাতিল করার সিদ্ধান্ত করেছে সেই সূত্রে জমিয়ত কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করবে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব — কংগ্রেসের আইন অমান্য কর্মসূচীকে জমিয়ত সমর্থন করবে।

তৃতীয় প্রস্তাব — বিলাতী পণ্য দ্রব্য বর্জন এবং গোল টেবিল বৈঠক বর্জন প্রস্তাব গৃহীত হয়।

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাবের সঙ্গে তিনি একমত পোষন করতে পারেননি। কারন তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা ও চিন্তা প্রসূত বিবেচনয় এই দুটি প্রস্তাব কার্যকরী করলে' পূর্ব ভারতের বিপুল সংখ্যক দরিদ্র, অনগ্রসর, শিক্ষা ক্ষেত্রে বঞ্চিত মানুষ অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হবে। অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে তারা মাথা তোলার অবকাশ পাবে না।

এই দুর্ভাবনা তাঁকে 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ এর সঙ্গ ত্যাগে বাধ্য করে তিনি 'জমিয়তে উলামায়ে বাংলা' সংগঠনের কর্ম-পরিধিকে প্রসারিত করলেন। হাজার হাজার আলেম সংগঠনের ছত্রতলে সমবেত হয়ে সংঘবদ্ধ হওয়ায় অচিরেই সংগঠন প্রান চাঞ্চল্যে ভরপুর হয়ে ওঠে এবং বৃহত্তর পরিমন্ড লে ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নতির কাজে আত্ম নিয়োগ করে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পীর সাহেবের জীবদ্দশায় 'জমিয়তে উলামায়ে বাংলা'-র প্রথম সম্পাদক ছিলেন মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী। পরবর্তী মেয়াদে সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন পীর সাহেবের সেজ সাহেব জাদা মাওলানা আব্দুল কাদের সিদ্দিকী (রঃ)। সংগঠনের কাজ কর্মের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে, তারপর আসে ১৯৩৯ সাল। এই বৎসরেই জমিয়তে উলামায়ে বাংলা আসামের প্রাণ প্রতিষ্ঠাকারী রূপকার শাহ আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ) । আল্লার ডাকে সাড়া দিয়ে জান্নাতি হলেন। সভাপতির পদ শূন্য হয়। উক্ত শূন্যস্থান পূর্ণ করেন পীর সাহেবের বড় সাহেবজাদা পীর শাহ আব্দুল হাই সিদ্দিকী (রঃ)। সহ-সভাপতির পদ অলংকৃত করেন যথাক্রমে মেজ সাহেবজাদা মুফতিয়ে আজম পীর শাহ আবু জাফর (রঃ) এবং মাওলানা নেসার উদ্দিন আহাম্মদ (রঃ)। সম্পাদকের দায়িত্বে আসেন মাওলানা ফজলুর রহমান (রঃ)। সংগঠনের কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহন করেন ন-সাহেবজাদা সুলতানুল আরেফিন শাহ নাজমুস সায়াদাত সিদ্দিকী(রঃ)। নতুন দায়িত্ব প্রাপ্ত নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় সংগঠনের সক্রিয়তা বজায় থাকলেও বেশ কয়েক বৎসর পর গতি শ্লথ হয়ে পড়ে। কিছুদিনের জন্য তা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে।

অতঃপর ১৯৯৫ সালের ২২শে ফাল্গুন পীর আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত ফুরফুরা ইসালে সাওয়াবের অনুষ্ঠানে সমবেত, উলামা ও কয়েক হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষের উপস্থিতিতে অতীতের লক্ষ্য,

উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীকে সামনে রেখে ‘জমিয়তে উলামায়ে বাংলা’ নতুন করে যাত্রা শুরু করল। সভাপতি হিসাবে তৎকালীন সময়ে ফুরফুরার বয়োজ্যেষ্ঠ পীর ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী (রঃ) এবং সম্পাদক হিসাবে মাওলানা পীর বদরুদ্দিন আজহারী (রঃ) সর্ব সম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। অন্যান্য পীর সাহেব ও কয়েকজন সুপণ্ডিত জ্ঞানী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে বিপুল উৎসাহ নিয়ে কমিটি পুনর্গঠন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করা হয়। নব উদ্যমে কর্মতৎপরতা শুরু হয়। বিভিন্ন গ্রামে শাখা গঠনের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়। ইসলামের হেফাজত এবং সৃষ্ট জীবের সেবার বিষয়ে গনচেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভিন্ন এলাকায় সভা সমিতির মাধ্যমে মানুষজনকে সেবাকর্ম ও মানবিক ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করার বিভিন্ন প্রচেষ্টা চালানো হয়। সেবামূলক কাজকর্মের সাথে সাথে জন স্বার্থে কিছু বৃহত্তর কর্মসূচী গ্রহন করা হয়। যেমন -

মুসলিম পার্সোনাল ল’ অক্ষুন্ন রাখা এবং ইউনিফর্ম সিভিল কোড চালু করার প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকার জন্য ১৯৯৫ সালে ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়।

রাজ্যের মাদ্রাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখতে — কিদোয়াই কমিটির রিপোট বাতিলের জন্য - ২০০৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর কলকাতার শহীদ মিনার ময়দানে মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতিকে সঙ্গে নিয়ে দুই লক্ষাধিক মানুষের প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়।

জমিয়তের প্রতিবাদের ফলে ইসলাম ও ইসলামের পয়গম্বর সম্পর্কে কুৎসায় ভরা বাংলাদেশের লেখিকা তসলিমা নাসরিনের ‘দ্বিখণ্ডিত’ ও ‘আমার মেয়েবেলা’ বই দুটির প্রকাশনা রাজ্য সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

সাচার কমিটির রিপোর্ট বাস্তবায়নের মাধ্যমে অনগ্রসর মুসলিম সমাজের উন্নয়নের দাবীতে ২০০৭ সালের ১ মার্চ কলকাতার রবীন্দ্র ভবনে এক কনভেনশনের আয়োজন করা হয়। তৎকালীন রাজ্যসরকারের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয় ছাড়াও অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও মন্ত্রী কনভেনশনে অংশগ্রহণ করেন। জমিয়তে উলামায়ে বাংলার তৎকালীন সভাপতি পীর ইসলামী চিন্তাবিদ হজরত সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী (রহঃ) সাহেব সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সৈয়দ বাহাউদ্দিন সাহেব ছাড়াও সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সকলেই কনভেনশনে অংশ গ্রহন করেন।

রাজ্যের ওয়াকফ্ সম্পত্তির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষনের দাবীতে ২০০৮ সালের ২১শে আগষ্ট রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী ডঃ আব্দুস সাত্তার সাহেবের নিকট গনডেপুটেশন দেওয়া হয়।

এইরূপ ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু কাজের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে আমাদের প্রিয় সংগঠন ‘জমিয়তে ওলামায়ে বাংলা’ ২০২১ সালে, শতবর্ষের মাইলস্টোন স্পর্শ করল। এর জন্য বিশ্বজগতের প্রতিপালক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তায়ালার দরবারে আমরা আমাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা পেশ করছি। প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এই প্রচেষ্টাকে কবুল করে সংগঠনকে সুদীর্ঘ ‘জীবন দান করেন। আরও প্রার্থনা জানাই, যে মহামানবের হাত ধরে এই সংগঠনের পথ চলা শুরু হয়ে এই পর্যায়ে উপনীত হয়েছে সেই মহামানব পীর আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) কে যেন পারলৌকিক জীবনে যথাযোগ্য সম্মানে অভিষিক্ত করেন। আমিন, সুম্মা আমিন।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

# পীর আবুবকর সিদ্দিকী ও তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজ


**ডঃ অমিত দে**

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের

(আশুতোষ অধ্যাপক)


পীর আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ) উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে হুগলী জেলার ফুরফুরাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ঐ সময় অবিভক্ত বাংলায় সমাজ ও সাস্কৃতিতে একটি জাগরণ লক্ষ্য করা যায় যা ছিল মূলতঃ রাজধানী কলকাতা কেন্দ্রীক। সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড যদি মহানগরেই সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে অধিকাংশ মানুষ তার ত্বদে থেকে বঞ্চিত হয়। পীর আবুবকরের অন্যতম অবদান হল হুগলীতে তথা মহানগরের বাইরে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে জুড়িয়ে দেওয়া। কানুনী দিক দিয়ে পীর সাহেব হানাফী ঘরনাকে অনুসরণ করতেন। বিশেষজ্ঞদের মতে অপর তিনটি কানুনী ঘরনার তুলনায় হানাফীগণ অপেক্ষাকৃত উদারভাবাপন্ন। উপমহাদেশের অধিকাংশ মুসলমানগণ হানাফী ঘরনার অনুসারী। এটা মনে রাখলে সমন্বয়ী সংস্কৃতিকে পুষ্ট করতে সুফীসম্প্রদায়ের বিশেষ ভূমিকা বিশ্লেষণ করা সহজতর হয়। পীর আবু বকরের মধ্যে অসাধারণ নেতৃত্বদান ক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়। তাঁর ঐ নেতৃত্বসম্বনীয় ক্যারিশমা (সমাজবিজ্ঞানীর ভাষা) প্রতিফলিত হয় তাঁর ভাষা জ্ঞানে, মাতৃভাষা বাংলার প্রতি দরদে, বাগ্মীয়তায় সংগঠনিক ক্ষমতায় ও মুদ্রণযন্ত্র তথা সাংবাদিকতার গুরুত্ব অনুধাবনে। নবজাগরণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল Vernacularisation পীর আবু বকরর ক্ষেত্রে ঐ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় মাতৃভাষায় গুরুত্ব অনুধাবনে। এইভাবে বাঙালীর আত্মপরিচয়ের অন্বেষণে তিনি অন্যতম অগ্রপথিক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন। নেতা বা পীর তথা মুর্শিদেয় গুণাবলী কেবল মহানাগরিক তথা কলকাতা মাদ্রাসায় নির্মিত হয় না। হুগলী মাদ্রাসার সঙ্গে পীর আবু বকরের গভীর যোগাযোগ প্রমাণ করে যে তথাকথিক গ্রামীণ বা প্রান্তিক মাদ্রাসাও ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গিন বিকাশে গুরুত্বপূর্ণভূমিকা পালন করে থাকে, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীও দেশগঠন তথা জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় গ্রামের গুরুত্ব অনুধাবন করেন, রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত উপন্যাস 'গোরা'র সূচনা তাই ঘটে লোকায়ত সংগীতের মধ্য দিয়ে, পীর আবু বকর ছিলেন 'আঞ্জুমানে ওয়াজিনে বাংলার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি (১৯১১)। খিলাফৎ আন্দোলনের সময় যেই হিন্দু-মুসলিম ঐক্য লক্ষ্য করা যায়, ঔপনিবেশিকতা বিরোধী আন্দোলনের আর কোনও পর্যায় আমরা ঐরূপ হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি লক্ষ্য করি না, সেই খিলাফৎ আন্দোলনের সময় এই আঞ্জুমানে ওয়াজিনে বাংলার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। মধ্যযুগীয় আধ্যাত্মিক সাধকদের সঙ্গে পীর আবু বকরের কর্মধারায় পার্থক্য ছিল। মধ্যযুগের সাধকগণ সাধারণতঃ বৃহত্তর সমাজের বিভিন্ন কর্মযজ্ঞে যুক্ত হতেন না, অনেকক্ষেত্রেই তাঁরা নির্জন আধ্যাত্মিক তথা সারস্বত সাধনায় মগ্ন থাকতেন যাকে পরিভাষায় বলে Vita Contemplativa (সাধনায় নিমজ্জিত জীবন)। কিন্তু রেনেসাঁসের বৈশিষ্ট্য হল Vita Activa Politica বা সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন বা গণপরিসরে সক্রিতায়, এই জঙ্গমতা বা দ্বিতীয় বৈশিষ্ঠ্য আমরা পীর আবু বকরের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বে লক্ষ্য করে থাকি। তাঁর ঐ আঞ্জুমানে ওয়াজিনে বাংলায় রাজনৈতিক তথা সামাজিক কার্যকলাপের মধ্যেও ঐ নবজাগরণের ধর্মী বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। মধ্যযুগের ইউরোপে খ্রীষ্টান মঠগুলিকে কেন্দ্র করে পাঠাগার আন্দোলন (Library Movement) গড়ে উঠেছিল বা সারস্বত সাধনার ক্ষেত্রে

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। উপমহাদেশীয় মধ্যযুগে সুফি খান্‌কাগুলি অনুরূপ ভূমিকা পালন করলেও তা নিয়ে গভীর গবেষণা হয়নি। পীর আবু বকরের নেতৃত্বে ফুরফুরা শরীফের খানকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ঔপনিবেশিক সংকটের সময় পাঠাগার আন্দোলনকে চালু রাখা, জ্ঞানচর্চা ব্যতীত সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়, হাদিসের এই নির্দেশকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে পীর আবু বকরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। জ্ঞান চর্চার কথা যখন উঠলো তখন মনে রাখা দরকার যে উনবিংশ শতকের বাংলায় ও বিংশ শতকের প্রাহ্ন বেলায় সমাজ সংস্কার বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয় সংবাদপত্র তথা সাময়িকপত্রে। বাংলাভাষায় সাময়িক পত্রও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। খ্রীষ্টান মিশনারী, ব্রাহ্ম ও হিন্দু সমাজ সংস্কারকদের মতো পীর আবু বকরও মাতৃভাষায় সংবাদ পত্রের মাধ্যমে সমাজের জাগরণ চেয়েছিলেন ইওরোপেও নবজাগরণের সময় মুদ্রণযন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সুফীবাদ অনুপ্রাণিত রবীন্দ্রনাথ অন্তরেরবিকশে গুরত্ব দিয়েছিলেন, পীর আবু বকরের মতো আমরাও যদি ইলমেলাদুন্নি তথা ইলমে বাতিনের আলোকে হোদাইবিয়ার শান্তিচুক্তি বা মদীনার সংবিধানের আলোকে একটি সমন্বয়ী ও সম্প্রীতিপূর্ণ সমাজ গঠনে ব্রতী হই, তাহলেই হয়তো পীর আবু বকর সিদ্দিককে যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে।

**WEST BENGAL STATE UNIVERSITY**
Berunanpukuria, Malikapur Barasat
24 Parganas (North), Kolkata- 700 126
Ph.: (033) 6540 - 3914, Fax: (033) 2524 - 1977
**Dr. Mahua Das**
**Vice Chancellor**
E-mail: mahuad2008@gmail.com / vc.wbsu@gmail.com


लक्ष्यं विश्वमानम्

Ref. : ..............................

Date : ১১.১১.2020

## মাননীয় উপাচার্য মহাশয়ার শুভেচ্ছা বার্তা

হযরত মনসুর বাগদাদী সিদ্দিকী (রঃ), সৈয়দ হোসায়েন বোখরী (রঃ) শাহ্ সোলায়মান (রঃ) চার শহীদ প্রমুখ আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন সুফী-সাধকগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও মহান আল্লাহ পাকের অসীমকৃপায় হুগলী জেলার 'বালিয়াবাসন্তী' গ্রামে গড়ে ওঠা 'ফুরফুরা দরবার শরীফ' (যার অর্থ- 'আনন্দধাম') শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্র হিসাবে জনসাধারণের কাছে প্রসিদ্ধ ধর্মীয় পীঠস্থান বলে বিশেষ পরিচিত। এই পুণ্যভূমিতেই ১৮৪৫/৪৬ সালে পিতা মাওলানা আব্দুল মোক্তাদের (রঃ) ও মাতা মোসাম্মাৎ মুহাব্বাতুন নিসা খাতুনের ঘরে আবির্ভূত হয়েছিলেন বিংশ শতকের যুগপুরুষ শাহ্ আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ)। তিনি বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু সালামের প্রথম খলিফার বংশধর ছিলেন। তাঁর দ্বারাই বঙ্গদেশের শির্ক বিদ'আত দূর হয়, তাঁর 'ফায়েজ' থেকে তৃষ্ণা নিবারণ করেন দেশের শত সহস্র মানুষ। বিগত শতবর্ষব্যাপী বিভিন্ন সময়ে ফুরফুরা শরীফের সম্মাননীয় হুজুর পীর কেবলাগণের নেতৃত্বে বাংলার প্রখ্যাত আলেম-ওলামা, জ্ঞাণীগুণী, সুধীজনদের মাধ্যমে আমাদের সামগ্রিক শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতি রক্ষণের ক্ষেত্রে, ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে দাদা হুজুর পীর কেবলার আদর্শ ও তাঁর নির্দেশিত পথে চলার বার্তা ও শিক্ষা দিয়ে চলেছে 'জমিয়তে উলামায়ে বাংলা'। বহু ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহনকারী সেই আনন্দভূমির শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন অনুষ্ঠান উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই ও সকলের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলকামনা করি। মহান আল্লাহ পাকের দু'আ সবার উপর বর্ষিত হোক, এই কামনা করি।

অধ্যাপিকা ড. মহুয়া দাস

উপাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বারাসাত, কলকাতা- ৭০০১২৬

*Vice - Chancellor*
West Bengal State University
Berunanpukuria, P.O.: Malikapur
Barasat, Kolkata- 700126

# শাহ্ আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) একটি নাম নয়, বরং একটি ইতিহাস

সৈয়দ বাহাউদ্দিন

বাণিজ্যিক সুবাদে সমুদ্রপথে বহু পূর্বেই এদেশে ইসলামের বার্তা এসে পৌঁছায় (১) তবে ইসলাম প্রচারে মূখ্য ভূমিকা থেকেছে সুফী সাধকদের যার সূচনাকাল, দ্বাদশ শতকের শেষ এবং ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভ, কেউ একাদশ শতকের কথাও উল্লেখ করেছেন। তবে এদেশে বিভিন্ন তরীকার সুফীধার গতি লাভ করে অপেক্ষাকৃত বেশি, ত্রয়োদশ শত শেষ চতুর্দশ শতকের গোড়ার দিকে এ বিষয়ে কারও দ্বিমত নেই।(২) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য ডঃ আব্দুল করিম মনে করেন যে তুর্কী আক্রমণের আগে কোন সুফী বাংলাতে আগমণ করেন কি,না সে বিষয়ে কোন অকাঠ্য প্রমাণ নাই। তাঁর মতে এ দেশে সুফী সাধকের আগমণ ঘটে তুর্কী আক্রমণের পরেই।(৩)

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন ইফতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী (১২০৪ - ১২০৫) কর্ত্তৃক নদীয় জয় হলেও সমগ্র বঙ্গদেশ জয় হয়নি। তিনি পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরঙ্গের কতকাংশ জয় করে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা করেন, এটাই ছিল তাঁর কীর্তি, যে কারণে মুসলিম কোন ঐতিহাসিক তাঁকে বঙ্গ বিজেতা বলেননি। (৪) ফলে আমাদের মনে হয়েছে, তুর্কী আক্রমণের সাথে সুফী সাধকের এ দেশে আগমণের তেমন কোন যোগসূত্র নাই। কারণ এঁদের কর্ম তৎপরতা বিশেষ কোন অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং অখন্ড বাংলা-আসাম জুড়ে ছিল সুফীদের কর্মক্ষেত্র। এঁদের আগমণ কালীন সময় এদেশে বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক পরিবর্তন সূচীত হয়, তাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব, বর্ণভেদ ও মূর্ত্তিপূজা।(৫) এই ব্রাহ্মণ, সম্প্রদায়ের কাছে নিম্ন পেশাজীবি, নিম্নবর্ণের মানুষরা ছিল ঘৃণিত, অস্পৃশ্য, নীচ ও হীন।(৬)

ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের কথায় , নিম্নবৃত্তিজীবী মানুষের দ্বারা রান্নাকৃত খাদ্য ব্রহ্মণদের নিষিদ্ধ ছিল, এই নিষেধ অমান্য হলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো। শুদ্র পক্ক অন্ন ভক্ষণ ও নিষিদ্ধ ছিল। নানাবিধ কারণে ব্রহ্মণেরা বৃহত্তর সমাজের অন্যান্য বর্ণ ও জাত থেকে প্রায় পৃথক ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। (৭) সমাজ ও সংস্কৃতির এমনই এক পরিবেশে, ইসলামের মশাল হাতে এদেশে এলেন সুফী-সাধকরা।

ডঃ হান্টার তাঁর 'প্রীচিং- অব- ইসলাম' বইতে লিখেছেন— গরীব মৎসজীবী , শিকারী নিম্নশ্রেণির কৃষিজীবী তাদের জন্য ইসলাম ধর্ম ছিল সে দিন 'অবতার' স্বরূপ। যা তাদের জন্য আকাশ থেকে অবতরণ হয়েছিল। এই ধর্মের প্রচারকগণ মহান প্রভুর একত্ববাদ ও সাম্যের বার্তা এমন সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে ছিলেন, যারা এতদিন উচ্চ বর্ণের মানুষের চোখে ছিল হীন ও নীচ, ইসলাম তাদের কে দ্বিধাহীন চিত্তে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করে নিয়েছিল।

উল্লেখ্য যে এ দেশের ধর্ম ত্যাগীরা অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করেন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে, আবার কেউ সুফী সাধকদের অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, ফলে ধর্মমত পরিবর্তনের সাথে সাথেই তাদের মনের বদল হয়নি, যা অতি শ্রীঘ্র সম্ভবও ছিল না। যার ফলে নব-দীক্ষিত মুসলমানদের অনেকেরই মধ্যে পূর্ব সংস্কার অক্ষুন্ন থেকে যায়।(৮)

দ্বিতীয় একটি বিষয় হলো এদেশে বিশুদ্ধ ইসলাম প্রসারের ক্ষেত্রে বড় যে অন্তরায়টি ছিল তা হলো ভাষাগত ব্যবধান। যে সব সুফী-সাধক এসেছিলেন তাঁরা জানতেন না স্থানীয় ভাষা, অপর দিকে সর্ব সাধারণ মানুষরা জানতেন না আরবী ,ফার্সী প্রভৃতি ভাষা। ফলে আল্লাহর একত্ববাদ, নবীর রিসালতের প্রতি বিশ্বাস,

নামাজ, রোজা এমন কিছু শিক্ষা তারা সুফীদের থেকে অর্জন করলেও ইসলামের হাক্কানীয়াত বা বিশুদ্ধ ও যথাযথ ইসলামিক শিক্ষা গ্রহণ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব হতো, বাংলা সাহিত্য থেকে এমনটিই অভাব পাওয়া যায়, ফলে অধিকাংশ নব-দীক্ষিতরা ধর্মীয় জ্ঞানে অজ্ঞই থেকে যায়।(৯)

তৃতীয় বিষয়টি হলো পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ হতে ধীরে ধীরে অষ্টাদশ শতকে মূল ইসলামী সুফীধারার একটি অংশ এদেশে আর বিশুদ্ধ থাকতে পারেনি।(১০)

সুফীদের 'যিকর' সন্নাসীদের তপ-জপ প্রণায়ামে পরিণত হলো, সুফীদের 'মোরাকাবা' কয়েক শতাব্দীর মধ্যে যোগশাস্ত্রের আসন, ধ্যান, ধারণা সমাধির চতুবাণীতে পরিণত হলো, ফানা-ফিশ-শায়েখ কালক্রমে এদেশের প্রাচীন ভক্তিবাদ যা স্পষ্ট গুরুপূজা এবং দেবোপম ভক্তির আমেজে রঙ্গীন হয়ে উঠলো, সুফীদের 'ওয়াহ্দাতুল- ওজুদ' অদ্বৈতবাদ বা সর্বেশাবাদ -এ পরিণত হলো, 'ফানাফিল - লা' ঈশ্বরের মধ্যে নিজকে লীন করার অর্থে প্রকাশ পেল, সুফীদের 'ইশক' গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের প্রেম 'রূপক' ভাবে 'রাধায়' প্রকাশ পেল, সুফীদের 'সিমা' কাওয়ালী' শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৫ - ১৫৩৩) কর্তৃক প্রবর্তিত গান, বাজনা সহ হাততালি, নওন, কুর্দ্দন চীৎকার অঙ্গ-ভঙ্গী, ভগত- প্রেমের ভাব জগতে উপনীত হয়ে নাচানাচি মাটিতে গড়াগড়ি 'কীর্ত্তণ' -এর রূপে প্রকাশ পেল।(১১)

কেউ কেউ মনে করেন ভারতে প্রবেশের আগেই সুফীবাদ ভারতীয় দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়, এমন ধারনা যদিও সঠিক, তবে পূর্ব থেকেই শাস্ত্রীয় সুফীমতের ধারা ও থেকেছে অব্যাহত। মুসলমানদের এমন ধর্মীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গদেশে ইসলামের দুটি রূপ লক্ষ্য করা যায়। প্রবীন গবেষক ডঃ মুহাম্মদ এনামূল হকের ভাষায়, যা হলো "শাস্ত্রীয় ইসলাম" (প্রকৃত ইসলাম) অপরটি হলো "লৌকিক ইসলাম" অর্থাৎ ধর্মান্তরিতদের মধ্যে থেকে যাওয়া, পূর্ব সংস্কার এবং ভ্রান্তসুফীমতের আপোষে ইসলামের নামে যে রূপ পরিগ্রহ করে যার নাম করণ করা হয় " লৌকিক ইসলাম"।(১২) 'লৌকিক' ইসলামের সুবাদে মুসলিম বাংলা শির্ক, বিদ'আত, কুফর বা অনৈসলামিক কালচার ও সংস্কৃতির অমানিশার ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

এমতবস্থায় বিভিন্ন সময়ে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি, এমনটা মনে করার কোন কারণ নেই, ব্যাপক না হলেও বিক্ষিপ্ত প্রয়াস অবশ্যই চলেছিল ইসলামীক ধারার পীর সুফীগণ কর্তৃক, উপকরণের অভাবে হয়তো তা আমরা সাম্যক ভাবে অবগত নই। পাকিস্থানের বিশিষ্ট গবেষক ডঃ শায়েখ একরাম এমনটাই মনে করেন। তবে ডঃ মুহাম্মদ এনামূল হকের মতে উনবিংশ শতকের আগে পর্যন্ত সমাজের শির্ক, বিদ'আত, অপর কথায় 'লৌকিক' ইসলামের সংস্কারে উল্লেখযোগ্য কোন প্রয়াস চলেনি। (১৩) আমাদের হাতে থাকা তথ্য প্রমাণ ও কার্যত এমনটিই বলে। উনিশতক ও বিংশশতকের মধ্যবর্তী কাল পর্যন্ত মুসলিম-বাংলার সংস্কারের ধারা অপেক্ষাকৃত বহুল অংশে গতি লাভ করে,ফলে সর্বতোভাবে ধর্মীয় ও সমাজ স্তরে সংস্কার সাধিত হয়, বিগত শতক গুলিতে যেটা হয়নি।

উল্লেখ থাকে যে, উনিশ শতকের প্রথম দিকে "ফারায়েজী" এবং "তরিকায়ে মুহাম্মাদীয়া" দুটি সংস্কার আন্দোলন গড়ে ওঠে। (১৪) প্রথমটির প্রবর্তক পূর্ববঙ্গের হাজী শরিয়তুল্লাহ (১৭৮৩ - ১৮৪০) দ্বিতীয়টির প্রবর্তক উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদ এরফান শহীদ (রঃ) (১৭৮৬ - ১৮৩১) উভয় আন্দোলনের মধ্যে আদর্শগত মিল মনে হলেও মৌলিক বিষয়ে যে পার্থক্য ছিল, সে কথা সৈয়দ আহমদ শহীদ (রঃ) এর অন্যতম প্রধান খলিফা মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ) স্বয়ং তাঁর "যাখিরায়ে-কারামত" "নূরুল-আলা নূর" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

হাজী শরিয়তুল্লার কর্ম-ক্ষেত্র ছিল, পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর, বরিশাল, ঢাকা, ময়মনসিংহ, ও ত্রিপুরার কোন কোন এলাকা (১৫) আঞ্চলিক এই কর্ম-কান্ডে ব্যাপক না হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজকে কু-সংস্কার মুক্ত করার চেষ্টা চলেছিল। পরবর্তী সময়ে এই আন্দোলন ভিন্নমুখী হয়ে পড়ে এবং এর গতি হ্রাসপায়। "তরিকায়ে- মুহাম্মদীয়" আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল উত্তর ভারত, সৈয়দ আহমদ শহীদ (রঃ) এর অনুরক্ত অনেকেই আগে থেকে বঙ্গদেশে ছিলেন, কলকাতায় তিন মাস অবস্থান কালীন সময়ে বহু মানুষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, বালাকোট যিহাদের প্রভাব বঙ্গ দেশেও পড়ে। (১৬)

তবে তাঁর সংস্কার আন্দোলন কে সার্থক করে তুলতে যাঁদের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে, তাঁরা হলেন, যথাক্রমে - মাওলানা ইমামউদ্দিন সুধারামী (রঃ), মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ) , মাওলানা নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (রঃ), । মাওলানা ইমামউদ্দিন (রঃ) এর কর্ম তৎপরতা প্রধানত নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছিল সীমাবদ্ধ। শাহসুফী নূর মুহাম্মদ (রঃ) এর কর্ম ক্ষেত্র ছিল চট্টগ্রাম আর মাওলানা কারামত আলী (রঃ) এর প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল রংপুর, এছাড়া নোয়াখালী , যশোহর, খুলনা, বরিশাল, ঢাকা, চট্টগ্রাম সিলেট ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চল। (১৭) হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ)-র ধর্ম প্রচার ও সমাজ সংস্কারের কার্যধারা ব্যাপ্তী লাভ করে অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি। নদী পথে কঠোর পরিশ্রম, ত্যাগ তিতিক্ষা সহকারে তিনি নিজেই আসাম ও পূর্বঙ্গে তাঁর কর্ম তৎপরতাকে অব্যাহত রাখেন দীর্ঘ ৩২ বছর। কারণ তাঁর খলিফা বা আধ্যাতিক উত্তরাধিকারীর সংখ্যা ছিল অতি অল্প কয়েকজন মাত্র, এতদবস্থাতে মাওলানা কারামত আলী (রঃ) কর্তৃক বহু মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন সমাজ কু-সংস্কার মুক্ত হয় অনেকাংশে। ওহাবী ও ভ্রান্ত সুফীবাদের ক্রম উত্থান অনেকাংশে থেমে যায়, আবার অনেকে সঠিক পথে ফিরে আসে। তাঁর এই সংস্কার আন্দোলন কে সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানিয়েও একথা বলা চলে, যে তাঁর কর্ম তৎপরতা উভয়বঙ্গ বা বঙ্গময় ছিল না। তাছাড়া অখন্ড বাংলা-আসামের বিশাল সংখ্যক মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় অজ্ঞতা, সামাজিক কু-সংস্কারের অপসরণ, ভ্রান্তমতবাদের গতিরোধ তখনই সম্ভব ছিল না, (১৮) কারণ কয়েক শতাব্দী ধরে ধীরে ধীরে এই আবর্জনা মুসলিম সমাজে পূঞ্জিভূত হয়, বরং বলা চলে তাঁর আন্দোলন ছিল শুভ সূচনা মাত্র, যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছি পরবর্তী কালে।

তাছাড়া একটা বিষয় লক্ষ্য করা যায় হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ) ইন্তেকালের ১৮ বছর পর 'ইসলাম প্রচারক (১৮৯১) পত্রের সূচনায় সম্পাদকীয় কলমে প্রকাশিত হয় — এই সময় মুসলমানদের যথাযথ ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবের মূল কারণই হলো বাংলা ভাষায় বই পুস্তক ও এই ভাষায় যোগ্য ধর্ম প্রচারকের অভাব। আরও আগে বলতে গেলে প্রথম যারা বাংলা ভাষায় ধর্ম পুস্তকের অভাব অনুভব করেন, তাঁদের অন্যতম হলেন, আখবারে এসলামীয়া (১৮৮৪) র সম্পাদক মাওলানা নঈমউদ্দিন (রঃ) যিনি ছিলেন হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরীর (রঃ)র বিশেষ অনুরক্ত। কারামত আলী (রঃ) র ইন্তেকালের মাত্র ১১ বছরের মধ্যে বিষয়টি তিনি উপলব্দী করেন। (১৯) এতএব এটা স্পষ্ট যে উক্ত সংস্কার আন্দোলন কর্তৃক বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম মানসে ইসলামী ধ্যান -ধারনা ও ধর্মীয় চেতনার ব্যাপক ভাবে উন্মেষ ঘটা সম্ভব হয়নি। কারণ মাওলানা কারামত আলী (রঃ) ছিলেন জৌনপুরের মানুষ ফলে তাঁর ভাষা ছিল উর্দ্দু, তাঁর প্রচার মাধ্যম ও ছিল উর্দ্দুভাষা, তাঁকে সাহায্য গ্রহণ করতে হতো দোভাষীর। অনেক সময় দোভাষীর অভাবে তাঁর বক্তব্য গ্রামের সর্ব সাধারণের পক্ষে বুঝা সম্ভব হতো না । (২০) তাঁর লিখিত ৪৬ / ৪৮ বই পুস্তকের সন্ধান পাওয়া যায়, সব কটি হলো উর্দ্দু ভাষায়। সমকালীন সমাজের আশরাফ বা উচ্চ বংশের এবং শহুরে মুসলমানেরা উর্দ্দু, ফার্সী কে নিজেদের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করলেও গ্রাম-বাংলার মানুষের মুখের ভাষা

ছিল বাংলা, উর্দ্দু নয়। (২১) ভাষাগত ব্যবধান যেমনটি পূর্ব শতাব্দী গুলিতে লক্ষ্য করা যায়, ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা, কারণ তাঁর দ্বারা কোন খানকা বা আধ্যাত্মিক অনুশীলন কেন্দ্র এবং মাদ্রাসা ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া সুসংহত মিশনারীর অভাব, এমন নানা বিধ কারণে এই সংস্কার আন্দোলনের কর্তৃক মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মীয় জ্ঞানের সাম্যক ভাবে সমৃদ্ধি ঘটেনি। উনিশ শতক ও বিংশ শতকের যুগ-সন্ধিক্ষণের সাক্ষী হয়ে যে বঙ্গ সন্তানের আবির্ভাব ঘটলো তিনি হলেন ফুরফুরার হযরত শাহ আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) (১৮৪৬ - ১৯৩৯) ক্ষণই জন্ম এই পুরুষ ছিলেন শায়েখ আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রঃ) (১৫৬৩ - ১৬২৪) শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দেস দেহলভী (রঃ) ১৭০৩ - ৬২) এবং সৈয়দ আহমদ শহীদ (রঃ) (১৭৮৬ - ১৮৩১) প্রমুখ সংস্কারক ও মণীষীগণের মতাদর্শগত উত্তরসুরী।

ফলে মনে রাখা দরকার মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ) ফুরফুরার শাহ আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) উভয়েই ছিলেন অভিন্ন মতাদর্শের মানুষ। (২২) সংগত কারণেই এটা বলা ভুল হবে না যে, হযরত জৌনপুরী (রঃ) যে সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন, ফুরফুরার হযরতের মিশন কর্তৃক সংস্কার আন্দোলন ছিল তারই পরিপূরক। "ফুরফুরার হযরত শাহ আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ) "মিশন" কর্তৃক ধর্ম প্রচার ও সংস্কারের আন্দোলনের ফলে উভয়বঙ্গ আসামে বৃহত্তর একটি মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে ধর্মীয় শিক্ষা প্রসার লাভ করে। ফলে মুসলিম মানসে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে যথাযথ ভাবে ধর্মীয় জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে। অনেকাংশেই দূর হয় শিরক, বিদআত, কু-সংস্কার মুক্ত হয় সমাজ, ভ্রান্তমতের পীর সুফীদের ক্রমবর্ধমান উত্থান দুর্বল হয়ে পড়ে, ভ্রান্ত মতের সুফীদের কেউ কেউ ফিরে আসে সঠিক পথে। ইসলামী সুফীবাদ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে জন্ম লাভ করে স্বচ্ছ ধারনা। হযরত শাহ আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) সাহচর্যে এবং তাঁর খলিফাদের সাহচর্যে শাস্ত্রীয় সুফীবাদ শিক্ষা ও সেই মতো অনুশীলনে কত সহস্র মানুষে অন্তর নূরে ঈমানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়েছিল তা বলা কঠিন। তবে বঙ্গ আসামে তাঁর অধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী বা খলিফা, বিভিন্ন জেলা স্তরে যাঁদের নাম পাওয়া যায়, তাঁদের সংখ্যা ৫৭১ মত, (২৪) যদি ও অনেকের নাম বাদ থেকে গেছে। শাস্ত্রীয় সুফীবাদ বা সুফীচিন্তা ভাবনার উপর তাঁর খলিফাগণ বাংলা ভাষায় লেখেন বহু বই-পুস্তক। বেদাতী সুফীদের খন্ডনে ফুরফুরার হযরতের লিখিত পুস্তক আকারে যে ফতোয়া প্রচার করা হয় ১৮৯২ সালে, তার নাম "কাওলুল হক"। শাস্ত্রীয় সুফী মতের ধারণা ও দর্শন সম্পর্কে তাঁর মুখঃনিসৃত বানী গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করেন, আল্লামা রুহুল আমিন (রঃ) 'তরিকত দর্পন' (১৯২১)। (২৫) এছাড়া নোয়াখালি জেলার ফেণী ফরিদপুর যশোহর জেলার নরেন্দ্রপুরে, ময়মমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ, খুলনা জেলার সাতক্ষীর বিড়ালাক্ষী, বর্ধমান জেলার কালনা ২৪ পরগণার বেকী শ্রীনগর, নদীয়াজেলার ঘোষবিলা এবং আসাম ও ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে সুরেশ্বরে জান শরীফ সুফী আলিমউদ্দিন বাগমারী, মাইজ ভান্ডারীর শিষ্য ত্রিপুরার আবু সাইদ হায়দারী প্রমুখ পথভ্রষ্ট সুফী পীরদের সাথে বাহাস ও হয়, কোথাও এরা অনুপস্থিত থাকে কোথাও পরাস্ত হয় (২৬) । সমাকালীন কাদিয়ানী, শীয়া, খৃষ্টান মিশনারী, ওয়াহবীদের বিরুদ্ধে ও বহু বই-পুস্তক লিখিত হয় বাহাস ও হয় বহুস্থানে। নদীয়া যশোহর জেলায় খৃষ্টান মিশনারী কর্তৃক ইসলাম ত্যাগের প্রবলগতি নিরস্ত হয়ে পড়ে, ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার প্রতি উৎসাহিত হন মুসলমানরা। কারণ সমকালীন এক শ্রেণীর মৌলবাদীদের ফতোয়া ছিল ইংরাজী শিক্ষা হারাম, বাংলা চর্চ্চা এই ভাষায় ধর্মীয় বই পুস্তক অনুবাদ ও রচনার প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে মুসলমানদের মধ্যে। কারণ ইংরাজীর মত বাংলার ক্ষেত্রেও পূর্বে ফতোয়া ছিল, বাংলা হিন্দুর ভাষা, এই ভাষায় ধর্মীয় বই-পুস্তক রচনা করা মহাপাপ এমনকি

হারাম। এই মর্মের একটি পুস্তক "মাহতাবে আকায়েদে ইসলাম" জাতীয় গ্রন্থগারে রয়েছে, পুস্তকটির প্রতিবাদ ও খন্ডনে শাহ আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) খলিফা মাওলানা ফজলুল হক লেখেন, আফতাবে হেদায়েৎ - ফি - রদ্দে-মাহতাবে যালাল"।(২৭)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মুসলিম নবজাগরণে বাংলা সাময়িক পত্রের ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এমন ১৫ / ১৬টি পত্রিকার পৃষ্ঠপোষকতা করেন তিনি। কলকাতায় "বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি" (১৯১১) গঠন হলে, তাঁরও সহযোগীতা করেন ফুরফুরার হযরত" (২৮)। তাঁর মিশনের পক্ষ হতে বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থ , পুস্তক ও ছোট পুস্তিকা যা প্রচারিত হয় তার সংখ্যা দুই হাজারের কম নয় (২৯)। ডঃ আনিসুজ্জামান লিখেছেন — "কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ)-র ধারার একজন বিখ্যাত পীর ছিলেন ফুরফুরার আবুবকর সাহেব। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের লেখকদের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগছিল তাঁদের সাহিত্যিক সাংবাদিক প্রচেষ্টায় তিনি সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন।"(৩০) গবেষকের কথার প্রাসঙ্গিকতা আমরা খুঁজে পাই ফুরফুরার হযরতের বর্ণময় জীবনে। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এটা সুস্পষ্ট যে, এদেশে সুফীদের ইসলাম প্রচারের ইতিবাচক দিক যেমন ছিল, একটা নেতিবাচক দিকও থেকেছে; তা হলো সমাজে লৌকিক ইসলামরে সৃষ্টি । ফলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধীরে ধীরে শির্ক কুফর বিদআত ও নানা কু-সংস্কার পূঞ্জিভূত হয় সমাজ জীবনে। যার পরিবর্তনে প্রথম ভূমিকা থেকে সৈয়দ আহমদ শহীদ (রঃ) এর অন্যতম প্রধান খলিফা মাওলানা কারামত আলী জৌনপুর (রঃ) র। অনতিকালের মধ্যে অর্থাৎ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ফুরফুরা হযরতের মিশন কর্তৃক গড়ে ওঠা সংস্কার আন্দোলন ছিল প্রকৃত পক্ষে পূর্বের আন্দোলনেরই পূর্ণাঙ্গ রূপ। এই সাফল্যতার পিছনে কাজ করেছে ফুরফুরার হযরতের বাস্তবমুখী চিন্তা ও পরিকল্পনা। তিনি চিন্তা করেছিলেন মুসলমানরা যথাযথ ধর্মীয় শিক্ষা পেলেই কু-সংস্কার মুক্ত হবে সমাজ। তাঁর ৫৭১ জন খলিফার কথা আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি, তাঁর এই সু-সংহত 'মিশন' অখন্ড বঙ্গ-আসামের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মপ্রচার ও সংস্কার কাজে থেকেছেন ব্যাপৃত। ফলে এঁদের দ্বারা বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠে ছোট বড় বহু সংখ্যক মাদ্রাসা ও খানকা। কিছু স্কুলও গড়ে উঠে , কারণ ফুরফুরার হযরত সময়ের দাবীতে আধুনিক শিক্ষারও পক্ষে ছিলেন ।(৩১) তিনি স্বয়ং বঙ্গ-আসামের একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্তে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন দুর্গম গিরি কান্তার পল্লীতে সংস্কারের কাজে উল্কার ন্যায় ছুটে ছিলেন অর্দ্ধ শতআব্দীর অধিক কালব্যাপী। যেখানেই তিনি ধর্ম সভা উপলক্ষে উপস্থিত হয়েছেন, বলতে গেলে সেখানেই গড়ে উঠেছিল ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মেঘালয়ের গারোহিল জেলার পাহাড় জঙ্গলঘেরা তুরা থানার মহেন্দ্রগঞ্জ গ্রামের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা মাদ্রাসাটি আজও তাঁর স্মৃতি বুকে ধরে বেঁচে আছে। (৩২) মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রঃ) র সংস্কার আন্দোলন থেকে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করে, মাতৃভাষা বাংলাকে ধর্ম প্রচার ও সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রাধ্যান্য দেন। এই শাশ্বত সত্যটি তিন গভীর ভাবে উপলব্ধী করেন, মাতৃভাষা কে উপেক্ষা করে মুসলিম মানসে ধর্মীয় চেতনার যথাযথ উন্মেষ সম্ভব নয়। ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত অভিযোগে বলা হয় মুসলমানদের ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবের মূলে মাতৃভাষায় বই-পুস্তক এবং এই ভাষায় যোগ্য ধর্ম প্রচারকের অভাব। একথা অনস্বীকার্য যে এই শূণ্যস্থানটি পূরণ হয় তাঁর মিশন কর্তৃক বাংলা ভাষায় সংখ্যাতীত ভাবে বই-পুস্তক রচনার মাধ্যমে। ফুরফুরার হযরতের প্রভাব ছিল সমাজের গভীরে ও সর্ব শ্রেণীর উপর; ফলে তাঁকে কেন্দ্র করে একত্রিত হন, আলেম উলামা, লেখক, সাহিত্যিক, ভাষাবিদ, রাজনীতিবিদ সংগঠক, বক্তা সমাজহিতৈষী, বিভিন্ন প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ। (৩৩) যাঁদের কে তিনি জাতীয়হিত স্বার্থে কাজে লাগান, বলতে গেলে এরাও মিশনারী স্বরূপ তাঁর কার্যক্রমের গতিকে অব্যাহত রাখে।

এক কথায়, ফুরফুরার শাহ্ আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) র ও তাঁর মিশনের কার্যক্রম সমূহ বিচার বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয়, শাহ আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) কেবলমাত্র একটি নাম নয় বরং একটি ইতিহাস। তাঁর চিন্তা ভাবনা প্রসারিত হয়, বহুমুখী কার্যধারার মধ্য দিয়ে, সুচিন্তিত ও বাস্তববুখী উপায়ে। এখানেই হলো বড় পার্থক্য আর সব পীর সুফীগণ থেকে, এই দিকের বিচারে সংগত কারণেই বলা চলে, তিনি ছিলেন পূর্ব ভারতের সুফী সাধকের সুদীর্ঘ কয়েক শতকের ইতিহাসে অনন্য ব্যক্তিত্ব।

## তথ্যসূত্র


(১) ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য মুসলমানদের অবদান , (কলকাতা, ১৯৯৫) পৃঃ ৩০; ডঃ আব্দুর রহিম 'মাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস' (ঢাকা, ১৯) পৃঃ ৪০ ; ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক , বঙ্গে সুফী প্রভাব (রামন পাবলিশার্স, ঢাকা ২০১১) পৃঃ ২০ , ২১ ৬৭ ;আব্দুল মান্নান তালিব (অধ্যাপক ) বাংলাদেশে ইসলাম , (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা ১৮৮৪) পৃঃ ২৮, ৭৪, ৭৫।

(২) ডঃ আব্দুল করিম, 'বাংলার ইতিহাসে সুলতানী আমল (জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন , ঢাকা ১৯৯৯) পৃঃ ১৭৪ ডঃ মুহাম্মদ এনামূল হক পূর্বোক্ত ৬৭।

(৩) ডঃ আব্দুল করিম, পূর্বোক্ত পৃঃ ৭৭

(৪) ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার 'বাংলাদেশের ইতিহাস পৃঃ ২

(৫) ডঃ তারাচাঁদ (মূল ইংরাজী) করুনাময় গোস্বামী অনুবাদ
ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮) পৃঃ ১৮১।

(৬) ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, (খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা ২০১১) পূর্বোক্ত , পৃঃ ৪৪।

(৭) ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, 'বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) (দে 'জ পাবলিশিং কলকাতা ১৪২০) পৃঃ ২৫৩, ২৫৫, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, পূর্বোক্ত, ৪৪ ৪৫।

(৮) ডঃ আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' ( মুক্তধারা স্বঃ পঁথিঘর লিঃ ঢাকা, ১৯৮৩ ) পৃঃ ২৫;ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্তি' ( মর্ডান বুক এজেন্সী , কলি ১৯৯৪) পৃঃ ২০৫; ডঃ আহমদ শরীফ, 'বাঙলার সুফী সাহিত্য '(বাংলা একাডেমী,, ঢাকা প্রথম সিঃ ১৯৬৯) পৃঃ ২৬।

(৯) গোলাম মুরশিদ ,'হাজার বছরের বাঙালী সংস্কৃতি' (অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০১৬) পৃঃ ৭৪ ; ডঃ আহমদ শরীফ, পূর্বোক্ত পৃঃ ৩০।

(১০) ডঃ এনামূল হক, পূর্বোক্ত , পৃঃ ৩৮ , ১১১।

(১১) ডঃ এনামূল হক, পূর্বোক্ত , বিভিন্ন পৃষ্ঠা দ্র ঃ ; ডঃ আহমদ শরীফ, পূর্বোক্ত , পৃঃ ২৯।

(১২) ডঃ মুহাঃ এনামূল হক, পূর্বোক্ত , পৃঃ ১৪১।

(১৩) ডঃ শায়েখ একরাম , 'আবে কাওসার' (উর্দ্দু) ।আদাবী দুনিয়া, দিল্লী, ১৯৯১ ) পৃঃ ৪৯৮; ডঃ এনামূল হক, পূর্বোক্ত পৃঃ ১৪২।

(১৪) ডঃ অমলেন্দু দে,, 'বাঙালী বুদ্দিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ' (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১) পৃঃ ৪৪, ৪৫

(১৫) হুমায়ন আব্দুল হাই, 'মুসলিম সংস্কারক ও সাধক' (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬) পৃঃ ৫৭, ডঃ শায়েখ একরাম, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৯।

(১৬) ডঃ অমলেন্দু দে, পূর্বোক্ত, পপৃঃ ৬৯।

(১৭) আল্লামা, রুহুল আমিন (রঃ) বঙ্গ আসামের পীর আওলীয়া কাহিনী, (বসিরহাট, ১৪০২) পৃঃ ১০২, ১০৬; হুমায়ন আব্দুল হাই, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৯৭, ৮৯, ৯০

(১৮) এযাজুল হক কুদ্দসী, তাযাকিরায়ে সুফীয়ানে বাংলা (উর্দ্দু) (মার্কাজি উর্দ্দু বোর্ড লাহোর, ১৯৬৫) পৃঃ ৩৩৭ -৩৮ ; আল্লামা রুহুল আমিন (রঃ) পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৬; মোঃ আবদুল করিম, ' ময়মনসিংহ জেলায় ইসলাম , (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, ২০০2) পৃঃ ৫৮, ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ; মাওলানা আবদুল আউওয়াল জৌনপুরী (রঃ) (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ঢাকা, ১৯৯৫) পৃঃ ১

(১৯) ডঃ ওয়কিল আহমেদ ,' উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা -চেতনার ধারা (২য়) (বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮৩) পৃঃ ৮০; 'ইসলাম প্রচারক' (১৮৯১) ১ম বর্ষ,১ম সংখ্যা, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা।

(২০) মীর রেজাউর রহমান, 'মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী, (মদীনা পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০১) পৃঃ ৫৪।

(২১) ডঃ কাজী আবদুল মান্নান, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ' (বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লিঃ, ঢাকা, ১৯৯০) পৃঃ ১১৬ - ১৭।

(২২) ডাঃ আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত ৭৪, ৩৮৩; হযরত শাহ আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) -র ওসিয়ত নামা' দ্রঃ;

(২৩) সৈয়দ বাহাউদ্দিন,'যুগ প্রবর্তক শাহ আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ)( ফুরফুরা শরীফ, হুগলী, ২০১৭) বিভিন্ন পৃষ্ঠা দ্রঃ।

(২৪) আল্লামা রুহুল আমিন (রঃ) , 'হযরত আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) এর বিস্তারিত জীবনী (বশিরহাট, ১৪২১) পৃঃ ১৬৫; ইব্রাহিম তর্ক বা গীশ,' হাকিকতে-ইনসানিয়ত' (বগুড়া, বাংলাদেশ) পৃঃ ২০১ - ২১৮।

(২৫) সৈয়দ বাহাউদ্দিন পূর্বোক্ত পৃঃ ৯৩

(২৬) সৈয়দ বাহাউদ্দিন পূর্বোক্ত পৃঃ ৯৫

(২৭)সৈয়দ বাহাউদ্দিন পূর্বোক্ত পৃঃ ৫৬

(২৮)সৈয়দ বাহাউদ্দিন পূর্বোক্ত পৃঃ ৬২

(২৯) মাওলানা মুহাঃ বাকীবিল্লাহ সিদ্দিকী (রঃ) (পীর সাহেব ফুরফুরা) ফুরফুরার পীর সাহেব (রঃ) এর জীবন চরিত্র) (আতাইকুল্লা, পাবনা, ২০০৮) পৃঃ ৫৭।

(৩০) ডঃ আনিসুজ্জামান, পূর্বোক্ত পৃঃ ৩৮৩।

(৩১) সৈয়দ বাহাউদ্দিন পূর্বোক্ত পৃঃ ২০৫, ২০৭।

(৩২) মুবারক আলী রহমানী, 'ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত' (নাসারীয়া প্রকাশনী ট্রাস্ট, কলি, ১৯৮৪) পৃঃ ১১৯

(৩৩) মুজাম্মেল হক, (কবি)' মওলানা পরিচয়' (গণেশ পুস্তকালয়, কলকাতা, ১৯১৪) (পৃঃ ৪০ ; ডঃ ওয়াকিল আহমদ, পূর্বোক্ত পৃঃ ৮১।

# যুগের অনন্য প্রতিভা শাহ সূফী আবু বকর সিদ্দীকী (রহঃ)ঃ এক বহুমুখী সংস্কারক

**কাজী এ বি মোহাঃ মাকীন**
কলেজ শিক্ষক, মহীতোষ নন্দী মহাবিদ্যালয়, হুগলী
গবেষক, আরবী বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

**প্রাককথনঃ**

সিপাহী বিদ্রোহেরও পূর্বে, ভারত ভূখণ্ড যখন ইংরেজ ঔপনিবেশিক শক্তির শোষণে ও অত্যাচারে নিষ্পেষিত, পরাধীনতার শিকল যখন ক্রমশ চেপে বসেছে বহুধাবিভক্ত এই উপমহাদেশের স্কন্ধে — তখন অন্যান্য প্রদেশের মত এই বঙ্গেও তার প্রভাব আছড়ে পড়েছে। স্বাধীনতার অব্যক্ত বাসনায় জন্ম নিচ্ছে দুঃসাহসিক যৌবন। অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে গৌণ হয়ে গেছে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার উৎসাহ। বিশেষ করে পূর্ব ভারতের মুসলিম সমাজ আত্মপরিচয় ভুলে দিশাহীনভাবে কেবল তার মানবিক অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে সমাজের স্রোতে ভেসে চলা খড়কুটো আঁকড়ে ধরছিল। ভুলতে বসেছিল তার আধ্যাত্মিক পরিচয়, সৃষ্টির উদ্দেশ্য। বিবিধ বিজাতীয় সংস্কৃতি বাসা বেঁধেছিল মুসলিম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। প্রান্তিক সমাজের বিবেক যেন বদ্ধ হয়ে ছিল অযৌক্তিক কুসংস্কারের বেড়াজালে। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে এমনই এক সঙ্গীন সময়ে বাংলার বুকে আগমন ঘটেছিল শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ জাতি ও সমাজ সংস্কারক সুফী আবু বকর সিদ্দীকী-র (রঃ) বহু আধ্যাত্মিক তথা ধর্মীয় জ্ঞানের শিক্ষকের সান্নিধ্যে যিনি নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন আলোকবর্তিকা করে। সমসাময়িক দিশাহীন মুসলিম সমাজের পথপ্রদর্শক আবু বকর আধ্যাত্মিক চেতনা উন্মেষের পাশাপাশি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও স্তরে তার সংস্কার সাধনা চালিয়ে যান। ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজনীতি, সমাজ প্রভৃতি ক্ষেত্রে নেতিবাচক পরিস্থিতির মূলোৎপাটন করে নিঃস্বার্থ ও অকুতোভয় অবদান রেখে গেছেন। তাঁর কীর্তিসমূহই তাঁকে করে তুলেছে মুজাদ্দিদুয যামান তথা যুগ-সংস্কারক। আধ্যাত্মিক তথা ধর্মীয় সংস্কার ও মুসলিম জাতির আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে তাঁর অবদান এতটাই ভাস্বর যে সেই আলোকে স্তিমিত হয়ে গেছে তাঁর অন্যান্য সামাজিক অবদান যা তাঁর দূরদর্শিতা ও ঔদার্যের পরিচয় বহন করে। এই প্রবন্ধে শাহ সুফী আবু বকর সিদ্দীকী রহমাতুল্লাহ আলাইহির বহুমুখী সংস্কারের কথা তুলে ধরা হবে।

**জীবন ও শিক্ষাদীক্ষাঃ**

যুগশ্রেষ্ঠ সংস্কারক শাহ সূফী আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ) পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার জাঙ্গীপাড়া থানার অন্তর্গত ফুরফুরা' নামক গ্রামে হিজরী ১২৬৩ সালে২ ও ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন হাজী আবদুল মোক্তাদের যিনি আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ ছিলেন। তাঁর মাতার নাম ছিল মোসাম্মাত মুহাব্বাতুন্নেসা খাতুন। সুফী আবু বকর ছিলেন ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) -এর ত্রিশতম উত্তরপুরুষ। তাই 'সিদ্দীক এর দিকে সম্পৃক্ত করে তাঁকে ও তাঁর উত্তরসূরীদের 'সিদ্দীকী' বলা হয়। তাঁর পূর্বসূরীদের মধ্যেই মোস্তফা মাদানী (রহঃ) -এর মত বিদগ্ধ আল্লাহর ওলী ও জ্ঞানতাপস যেমন ছিলেন, তেমনই ফুরফুরা বিজয়ের অন্যতম সেনাপতি বিশিষ্ট ধর্মপ্রচারক মনসুর বাগদাদী (রহঃ)-ও ছিলেন। পিতা আবদুল মোক্তাদের নিজেও আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় এবং ধর্মীয় শিক্ষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। সন্তানের জন্মের বছরেই তিনি মাত্র ৪৪ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। পিতামাতার একমাত্র সন্তান আবু বকর মাত্র নয়মাস বয়সে অনাথ হন ও মহীয়সী মাতার তত্ত্বাবধানে ও স্নেহচ্ছায়ায় লালিতপালিত হতে থাকেন।

শৈশব থেকেই তীক্ষ্ম মেধার অধিকারী আবু বকর নিজগৃহেই মাতার কাছে পবিত্র কোরআন পাঠ সমাপ্ত করেন। পাশাপাশি ফুরফুরাস্থিত মৌলবি গণীমতুল্লাহ সাহেবের কাছে ফার্সীর প্রাথমিক পাঠ সম্পন্ন করেন। তৎকালীন ইংরেজ ঔপনিবেশিক ভারতে শাসকের ভাষা ইংরাজী শেখার প্রবণতা ছিল। তাই নিকটজনেরা মেধাবী আবু বকরকে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষায় উৎসাহিত করে ও নিকটস্থ বিদ্যালয়ে সেই মতো শিক্ষাগ্রহণ শুরুও করেন। কিন্তু অনতিকাল পরেই তাঁর

---

'১। উল্লেখ্য যে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলটি 'বালিয়া বাসন্তী' নামে খ্যাত ছিল। তৎকালীন সুলতানী শাসক কর্তৃক প্রেরিত মুসলিম বাহিনী সৈয়দ হোসেন বোখারী ও মনসুর বাগদাদীর নেতৃত্বে উক্ত এলাকায় অত্যাচারী বাগদি রাজাকে পরাজিত করে দ্রুতই বিজয়ী হয়। তখন থেকেই তার নাম হয় 'ফুরফুরা'।

২। রুহুল আমীন, মোহাম্মাদ, আবু বকর সিদ্দীকী রহঃ এর বিস্তারিত জীবনী, নবনূর প্রেস, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ

৩। এখানে সুফি আবু বকর রহঃ -এর দ্বিতীয় বাড়ি আছে। তাঁর সেজপুত্রের বংশধর বর্তমানে সেখানে বসবাস করেন। উল্লেখ্য যে, এখানে নবাব আলীবর্দী খাঁর আমলে নির্মিত নয় গম্বুজবিশিষ্ট ঐতিহাসিক মসজিদ আজও বিদ্যমান।

অভিভাবকগণ তাকে আরবী-ফার্সী তথা ইসলামী ধর্মতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করাতে আগ্রহী হন। ফলে তাঁর ধারাবাহিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা হয় পার্শ্ববর্তী সীতাপুর গ্রামে৩ অবস্থিত শতাব্দীপ্রাচীন সীতাপুর মাদ্রাসাতে।৪

পরবর্তী শিক্ষার্জনের জন্য গমন করেন তদানীন্তন বিখ্যাত হুগলী মহসিনিয়া মাদ্রাসায়। সেখানে উচ্চতর আরবী-ফার্সী ভাষা ও সাহিত্যের পাশাপাশি অন্যান্য পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করেন। তাঁর একাধিক জীবনী থেকে জানা যায়, এখানে মাদ্রাসা বোর্ডিং-এ থাকাকালীন ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতি আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। তিনি গোপনে রাত জেগে আল্লাহর উপাসনায় মগ্ন হয়ে পড়তেন।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ধর্মশাস্ত্রে উচ্চতর জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি কলকাতা শহরে গমন করেন। সেখানে তৎকালীন 'সিন্দুরিয়া পট্টি' (বর্তমানে কলুটোলা) মসজিদে হাফেজ মাওলানা জামালুদ্দীন সাহেবের৫ কাছে তফসীর ও হাদীসের শিক্ষা নেন। পাশাপাশি মাওলানা বেলায়েতীর৬ কাছে মানতেক (দর্শন ও তর্কশাস্ত্র) ও হিকমত অধ্যয়ন করেন। অত্যন্ত ধীশক্তির অধিকারী আবু বকর মাত্র ২৩-২৪ বছর বয়সেই ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ে ডিগ্রি ও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। এরপর শুরু হয় তাঁর একক অধ্যাবসায়। একাধারে ১৮ বৎসর বহু গ্রন্থ সংগ্রহপূর্বক তা একাগ্রচিত্তে অধ্যয়ন করতে থাকেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমবার হজ্জ পালন করতে গিয়ে প্রায় একবছর মদীনায় অবস্থান করেন ও সিহাহ সিত্তাহসহ বহু হাদীসের শিক্ষা ও সনদ লাভ করেন।৭

দীর্ঘ অধ্যাবসায়ের পর আবু বকর 'জাহেরি' তথা কেতাবী জ্ঞান অর্জন শেষে, 'বাতেনী' তথা স্রষ্টাকে চেনার জন্য আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনে সচেষ্ট হন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি তৎকালীন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব ও আধ্যাত্মিক জগতের নক্ষত্র সুফি ফতেহ আলী ওয়েইসী (রহঃ) নিকটে গমন করেন ও তাঁর শিষ্যত্ব করেন। আবু বকর তাঁর আধ্যাত্মিক গুরুর প্রতি অত্যন্ত নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। তাঁর একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা, শিষ্টাচার, আদব সুফি ফতেহ আলী ওয়েইসীর (রঃ) -এর মনোযোগ আকর্ষণ করে। গুরু তার শিষ্যকে শ্রেষ্ঠ তাসাউফের শিক্ষায় আলোকিত করেন।৮ এভাবে ব্যাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষায় আলোকিত হয়ে যুগপুরুষ আবু বকর জাতি ও সমাজ সংস্কারের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করলেন।

**জাতি ও সমাজ সংস্কারক আবু বকর (রঃ) ঃ অবদান**

**ক) কুসংস্কার দূরীকরণ ঃ**

যেভাবে নতুন নির্মাণের পূর্বে নির্মানস্থলের আবর্জনা দূরীকরণ আবশ্যক, সেভাবেই যুগসংস্কারক আবু বকর তার সংস্কারকার্য শুরু করলেন। জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে গ্রামবাংলার অলিগলি থেকে শহর, উভয় বাংলা ও আসামের জনজীবনে চর্চিত কুসংস্কার, অশিক্ষা ও অনৈসলামিক কার্যকলাপের মুলোৎপাটনে সক্রিয় হলেন। এটা অনস্বীকার্য যে, হিন্দু ধর্মাবলম্বীপ্রধান বাংলায় বাঙালী মুসলিমরাও অনেসলামিক আচারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছিল। কবর বা মাজার পূজার মত শিরক, বিদ'আত অত্যন্ত সাধারণ হয়ে পড়েছিল। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ভণ্ড পীর, ফকির, বাউল, কাওয়ালী, সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্র, জলসার নামে মেলা, নারীপুরুষ নির্বিশেষে আনন্দানুষ্ঠান, পদাহীনতা, পণপ্রথা, জাতিভেদপ্রথা, সুদ লেনদেন, পোশাক আশাক-চালচলনে বিজাতীয় অনুকরণ প্রভৃতির বাড়বাড়ন্ত মুসলিম সমাজকে ইসলাম তথা শরীয়তের মূলস্রোত থেকে সরিয়ে দিয়েছিল। সে সময় অন্যায়ের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েছিলেন অকুতোভয় আবু বকর। তিনি তাঁর অন্যতম শিষ্য আল্লামা রুহুল অমীন ও অন্যান্য খলিফা শিষ্যদের নিয়ে সেসব অনাচার নির্মূল করেন ও পথভ্রষ্ট জাতিকে শরীয়তের প্রকৃত পথ দেখান। শুধু বঙ্গদেশে নয়, বৃদ্ধ বয়সে ভারত সফরে বেরিয়ে তিনি দিল্লী, আজমীর প্রভৃতি জায়গায় প্রচলিত শিরক সমূলে উৎখাত করেন। আধ্যাত্মিক গুরুর পরিচয়ের উর্দ্ধে উঠে আবু বকর সমাজ সংস্কারক হয়ে ওঠেন বিংশ শতাব্দীতে। অন্যান্য পীরের মতো পীরপূজো, সমাধিতে চাদর চড়ানো, কবর সেজদা কিংবা পীরের জন্ম বা মৃত্যু বার্ষিকী অনুষ্ঠান-এ সব পছন্দ করতেন না আবু বকর। বরং তিনি মনে করতেন, একজন সংস্কারকের প্রকৃত দায়িত্ব খিদমতে খালক (মানুষের সেবা করা) এবং তাহাফফুযে দীন (ধর্মকে রক্ষা করা)।

৪। এশিয়ার প্রাচীনতম মাদ্রাসা এটি। এর জন্য ওয়াকফ সম্পত্তির মুতাওয়াল্লীর বংশধরের কাছে প্রাপ্ত দলিল থেকে জানা যায় এটি ১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দে ৫। স্থাপিত। বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষাপর্ষদের আওতাধীন ফাযিল শ্রেণী পর্যন্ত পঠনাপাঠন হয়।

৫। ইনি ছিলেন মুজাদ্দিদ সৈয়দ আহমদ বেরেলবী (রহঃ) - এর বিশিষ্ট খলীফা।

৬।পরবর্তীতে কলুটোলা পার্শ্বস্থ নাখোদা মসজিদের (প্রতিষ্ঠা ১৯২৬ খ্রীঃ) ইমাম হন।

**খ) শিক্ষা সংস্কার ঃ**

বাল্যকালে ইংরাজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন শুরু করলেও তার অবচেতন মন তাকে উদ্বুদ্ধ করে আরবী ভাষা ও ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের প্রতি। সময়ের সাথে সাথে আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় ব্যুৎপত্তির পাশাপাশি শরীয়তের প্রধান পুস্তকাদি অধ্যয়নপূর্বক প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। তাই মুসলিম সমাজের অন্তরে আত্মপরিচিতির স্পৃহা জাগিয়ে তুলতে প্রথমেই সচেষ্ট হলেন মাদ্রাসা ও মসজিদ স্থাপনে। উল্লেখ্য যে, তার পৃষ্ঠপোষকতায় অধুনা বাংলাদেশের বগুড়া, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, পাবনা, বরিশাল ও পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা, হুগলির বিভিন্ন জায়গা সহ উভয় বঙ্গ ও আসামে প্রায় ১১০০ মাদরাসা এবং ৭০০ মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ১৯২৮ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার পরিচালনা কমিটির সদস্য ছিলেন। প্রথম জীবনে কেবল ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি আগ্রহী হলেও পরবর্তীতে ইংরাজি তথা আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করেন দূরদর্শী আবু বকর। তাঁর নিজ গ্রাম ফুরফুরাকে তিনি সাজিয়েছিলেন ওল্ডস্কীম সিনিয়র মাদ্রাসা, নিউস্কীম হাই মাদ্রাসা, খারেজি মাদ্রাসা ও দাওয়া শরীফ দ্বারা।১০ এমনকী তাঁর অনুপ্রেরণায় ফুরফুরার অদূরে জেষ্ঠ্য পুত্র কর্তৃক বালিকা মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠিত হয় যা আজও সগর্বে সমাজে অবদান রেখে চলেছে। পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র ও শিষ্যদের তত্ত্বাবধানে পশ্চিমবঙ্গব্যাপী বহু সিনিয়র ও হাই মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য, ধর্মের বেড়াজাল পেরিয়ে বাংলা ভাষা আজ যে বিশ্বমাত্রিক পরিচয়ে দিনযাপন করছে, তার রন্ধ্রেও প্রবহমান ফুরফুরা শরিফের ইতিহাস। আর এই ফুরফুরা শরিফ যাঁর হাত ধরে অগণিত মুসলিমের শিক্ষা, সংস্কার, আবেগ ও বিশ্বাসের পীঠস্থান হয়ে উঠেছে, তিনি সমাজ সংস্কারক পীর আবু বকর সিদ্দিকী।

**গ) স্বাধীনতা আন্দোলনে আবু বকর ঃ**

প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যুক্ত না থেকেও যে রাজশক্তির অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো যায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ রেখে গেছেন পীর আবু বকর। তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠের সামনে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে রাজা পঞ্চম জর্জ। সার্বিকভাবে ব্রিটিশ সম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়িয়েছেন তিনি। প্রত্যক্ষভাবে খিলাফৎ আন্দোলন (১৯০৯-২৪), মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যাতে সব জাতি, সম্প্রদায়, ধর্মের মানুষ পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করেন এখানে। দেশের স্বার্থের কথা স্মরণে রেখে তিনি জাতির স্বার্থবিরোধী যে কোনো নির্দেশ বা কাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতেন। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ আইন প্রনয়ণ করলে পক্ষে - বিপক্ষে আন্দোলন তৈরি হয়। বঙ্গভঙ্গের পক্ষে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের একটি বড় অংশ দাঁড়ালেও দূরদর্শী পীর আবু বকর পরোক্ষে হলেও এর বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন।১১ খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করার সুবাদে তিনি প্রত্যক্ষভাবেই বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় হন ও তাঁর মতামত নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে।১২

**ঘ) জনহিতকর কার্যে আবু বকর ঃ**

সংস্কারক আবু বকরের আরো একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল প্রত্যক্ষ সমাজসেবা। কখনো তুরস্কে তো কখনো মধ্যপ্রাচ্যে ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ও যুদ্ধে আহত-নিহত মুসলিম বাহিনীর সাহায্যার্থে অর্থ পাঠিয়েছেন। ঝড়ে বিধ্বস্ত রাজ্যবাসীর সাহায্যের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ চাঁদা তুলে দান করেন। কখনো দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকায় শান্তিপ্রতিষ্ঠার স্বার্থে ন্যায়ের পক্ষে নিয়েছেন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।১৩ বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ত্রাণ শিবির করে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের সেবা করত তাঁর সংগঠন 'জমিয়তে উলামায়ে বাংলা-অসম' যে ধারা শতবর্ষ ধরে আজও অব্যাহত আছে। প্রচারবিমুখ পীর আবু বকর কখনো নিজ উদ্যোগে কারও চিকিৎসা, কারও বিবাহ ইত্যাদি বিবিধ কারণে অর্থ সাহায্য দিয়ে গেছেন।

**ঙ) পত্রপত্রিকা প্রকাশ ঃ**

জাতির সমস্যা নিয়ে তিনি সর্বদা সোচ্চার হতে চেয়েছেন, হয়েছেনও। জাতির স্বপক্ষে অন্যায়ের প্রতিবাদ, দাবী

৭। নবী সঃ-এর রওযার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব থাকা সৈয়দ মাওলানা আমিন রেজওয়ান সাহেবের থেকে চল্লিশটি হাদীসের সনদপ্রাপ্ত হন। — রুহুল আমীন, মোহাম্মদ, আবু বকর সিদ্দীকী রহঃ-এর বিস্তারিত জীবনী, নবনূর প্রেস, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ।

৮। ফুরফুরাস্থিত শামসুল উলামা মাওলানা গোলাম সালমানী রহঃ ও মাওলানা গণীমতুল্লাহ রহঃ-ও তাঁর শিষ্য ছিলেন।

৯। জাতীয় জাগরণে পীর আবু বকর সিদ্দিকীর অবদান, dailyinquilab.com প্রকাশকাল ৪, জুন, ২০১৬

১০। হাদিস শিক্ষাদানের স্থান যা আজও পীরসাহেবের মাযারের বিপরীতে বিদ্যমান।

আদায়ে তিনি শুধু মৌখিক অবদান নয়, বরং লিখিত মাধ্যম প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ছিলেন। মুলধারার সংবাদমাধ্যমগুলো যখন মুসলিম সমাজের দাবিদাওয়া, বঞ্চনা ইত্যাদি বিষয়ে উদাসীন ছিল তখন তিনি নিজ উদ্যোগে, নিজ পৃষ্ঠপোষকতায়, নিজ তত্ত্বাবধানে একাধিক সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন প্রকাশে উদ্যোগী হন। বাঙালি মুসলিমদের উপর উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন আবু বকর সিদ্দিকি। তাই নিজের উদ্যোগে বাংলায় সংবাদপত্র, সাহিত্য প্রকাশনা করে বাংলা-প্রীতি তৈরিতে সচেষ্ট ছিলেন তিনি। ধর্মীয় প্রচারে নিজেই বাংলা ভাষাকে হাতিয়ার করে নিয়েছিলেন আবু বকর। এটা অনস্বীকার্য, আবু বকর সিদ্দিকির সৌজন্যে ভারতে ইসলাম চর্চায় উর্দুর প্রভাবের পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবে জায়গা করে নিয়েছে মাতৃভাষা বাঙলায় ইসলাম চর্চা। এদেশে মুসলিম সম্পাদিত কোনো পত্র-পত্রিকা ছিল না। তারই প্রত্যক্ষ চেষ্টায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় একের পর এক পত্র-পত্রিকা বের হয়, যথা — ইসলাম প্রচারক, মিহির ও সুধাকর, মোসলেম-হিতৈষী, আল ইসলাম, ইসলাম দর্শন, সুলতান, বঙ্গনূর, নবনূর, রওশনে হেদায়েত, শরিয়ত, শরিয়তে ইসলাম, ইসলাম জগৎ, হানাফী, আল মুসলিম, মোহাম্মদী, মোসলেম, সুন্নাতুল জামায়াত, আজাদ, হেদায়েত।[১৪]

মাতৃভাষায় ইসলামকে জানার আগ্রহ তথা চর্চার প্রতি মুসলিম মননকে তিনি অভ্যস্ত করে তোলেন। তাঁর অন্যতম খলীফা আল্লামা রুহুল আমীনসহ অন্যান্যদেরকে তিনি মাতৃভাষায় ধর্মীয় বিভিন্ন পুস্তক লেখার আদেশ দেন ও উৎসাহিত করেন। বহু পুস্তক প্রকাশে তার পৃষ্ঠপোষকতা লক্ষ্য করা যায়।

**পরিশেষঃ**

শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ যুগপুরুষ বহুমুখী সংস্কারক শাহ সুফী পীর আবু বকর (রঃ) -এর তিরোধান হয় ভারত স্বাধীন হবার আট বছর পূর্বে ১৯৩৯ সালের ১৭ই মার্চ শুক্রবার। তাঁর পরিচয় যে কেবলমাত্র একজন তাসাউফপন্থী আধ্যাত্মিক ধর্মগুরু ও ধর্মসংস্কারকের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না তা তাঁর জীবনব্যাপী বহুমুখী কার্যকলাপ লক্ষ্য করলেই অনুধাবন করা যায়। তাঁর বিচক্ষণতা, দূরদূর্শিতা, ব্যক্তিত্ব ও সত্যের উপর অবিচলতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর সাক্ষাতে বা সান্নিধ্যে ছুটে এসেছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের বহু স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব। রাজনীতির ময়দান থেকে তাঁর সাক্ষাতপ্রার্থী হয়েছেন জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী, খিলাফত আন্দোলনের নেতা মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলী প্রমুখ। মুসলমানদের সমস্যার সমাধানে জাতির প্রতিনিধিস্বরূপ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হক ও অন্যান্যদের সাথে পীর আবু বকরও উপস্থিত ছিলেন সমকালীন বড়লাটের সাথে আয়োজিত আলোচনাচক্রে। যেখানে তাঁর প্রস্তাব মানতে বাধ্য হন সকলে। এছাড়া ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্মন্ন ভাষাবিদ, বৃটিশ সরকার কর্তৃক উপাধিপ্রাপ্ত শামসুল উলামা গোলাম সালমানী, প্রখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ আল্লামা রুহুল আমীন, অধ্যাপক আবদুল খালেক এর মত খ্যাতনামা ব্যক্তিরা পার্থিব প্রাপ্তির পাশাপাশি পীর আবু বকরের সান্নিধ্যে আধ্যাত্মিক জগতের বিশিষ্ট নক্ষত্রে পরিণত হন। নিঃসন্দেহে বলা যায়, পীর আবু বকরকে কোনো একটি সময়ে সীমাবদ্ধ করা যায় না। তাঁর কর্মকাণ্ড, প্রভাব যুগ যুগ ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবে বঙ্গ-আসামে ছড়িয়ে থাকা তাঁর চিন্তাধারায় উত্তরসূরীরা।

**গ্রন্থপঞ্জীঃ**


- রুহুল আমীন, মোহাম্মদ, আবু বকর সিদ্দীকী রহঃ-এর বিস্তারিত জীবনী, নবনূর প্রেস, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ।
- বাহাউদ্দিন, সৈয়দ, বাংলার ইতিহাসে ফুরফুরা শরীফ, হযরত পীর আবু বাকার ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার, ফুরফুরা, হুগলী।
- জাহাঙ্গীর হোসেন, সেখ, আবু বকর সিদ্দিকী (১৮৪৬-১৯৩৯) ঃ জীবন ও কর্মসাধনা, পি এইচ ডি থিসিস, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
- মোহাম্মাদ ইসহাক, আবু ফাতেমা, ফুরফুরার পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ
- জাতীয় জাগরণে পীর আবু বকর সিদ্দিকীর অবদান, দৈনিক ইনকিলাব, প্রকাশকাল ৪ জুন ২০১৬।


---

১১। জাহাঙ্গীর হোসেন, সেখ, আবু বকর সিদ্দিকী (১৮৪৬-১৯৩৯) ঃ জীবন ও কর্মসাধনা, পি এইচ ডি থিসিস, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। পৃঃ ২৫৬-২৬০

১২। প্রাগুক্ত পৃঃ ২৬১-২৬৪

১৩। রুহুল আমীন, মোহাম্মদ, আবু বকর সিদ্দীকি রহঃ-এর বিস্তারিত জীবনী, নবনূর প্রেস, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ।

১৪। রুহুল আমীন, মোহাম্মদ, আবু বকর সিদ্দীকী রহঃ -এর বিস্তারিত জীবনী, নবনূর প্রেস, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ। পৃঃ ২১৭-২১৮

# জমিয়তে উলামায়ে বাংলা'র পটভূমি, ও কিছু সফল কর্মসূচী

**মোঃ সফিকুল ইসলাম**
যুগ্ম সম্পাদক, জমিয়তে উলামায়ে বাংলা

বাংলার হুগলী জেলার ফুরফুরা গ্রামে অনেক অলি, পীর, ফকির, দরবেশ শহীদানের আবির্ভাব ঘটেছে। তন্মধ্যে ফুরফুরা শরীফের পীর, মোজাদ্দেদে যামান, আমিরুশ শরিয়ত, কুতুবুল আলম জনাব হজরত আবুবকর সিদ্দিকী আল কোরায়েশী (দাদা হুজুর পীর কিবলা) (রহঃ) সাহেব ছিলেন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব।

উনিশ শতকের শেষার্ধের দিনগুলো ছিল মুসলমানদের জন্য চরম দুর্যোগ ও দুর্ভোগের দিন। নানা দলমত, লোকাচার, দেশাচার, কুসংস্কার ও শির্ক বিদআতে আচ্ছন্ন মুসলমান জাতি ছিল জীর্ণ শীর্ণ ও দ্বিধাবিভক্ত।

জাতির এই সংকটকালে অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষ ও বিংশ শতকের শুরু — এই যুগসন্ধিক্ষণের স্বাক্ষী হয়ে ফুরফুরার বুকে যে ক্ষণজন্মা মানুষটি জন্মগ্রহন করেন তিনি হলেন শাহ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)। নানাবিধগুণের সমন্বয়ে এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। একদিকে সাধক নিষ্ঠ জীবন, অন্যদিকে জাতীয় প্রেম, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, বাস্তবমুখী চিন্তাভাবনা তাঁর চরিত্রকে বহুমাত্রিক রূপ দান করেছে।

পীর আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ) এর বাস্তবমুখী চিন্তাভাবনার ফসল হল নিজ হাতে 'জমিয়তে উলামায়ে বাংলা'র প্রতিষ্ঠা — এক দ্বীনি, স্বেচ্ছাসেবী অরাজনৈতিক সংগঠন। বলা বাহুল্য এই সংগঠনের আসল মূল আরও গভীরে নিহিত। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ফুরফুরার হজরত পীর আবু বকর সিদ্দিকী (রহঃ) ছিলেন বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মাদ (সঃ) এর জীবনাদর্শের আপদমস্তক অনুরাগী, অনুসারী ও অনুকরণকারী।

বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মাদ (সঃ) কুসংস্কারাচ্ছন্ন দ্বিধা বিভক্ত আরব জাতিকে সংগঠিত করার জন্যে নিজ জীবনে একটি সংগঠনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যার নাম হল 'হিলফুল ফুজুল" অর্থাৎ কল্যানের শপথ। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল - ১। অন্যায় সমরের অর্থহীন অশান্তিকে দূর করে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা ২। নিঃস্ব ও অসহায় দরিদ্রদের সেবা ও সাহায্য করা, ৩। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, ৪। গোত্রে গোত্রে প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ককে সুদৃঢ় করা প্রভৃতি।

নবী সঃ এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে দাদা হুজুর পীর কেবলাও (রহঃ) ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন জমিয়তে উলামায়ে বাংলা। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হল দুটি — ১। তাহাফফুজে দ্বীন অর্থাৎ দ্বীনের হিফাজত, ২। খিদমতে খালক অর্থাৎ সৃষ্টির সেবা।

এই সংগঠনের জন্মলগ্ন থেকে অবিভক্ত বাংলার আলেম, উলামা, মাওলানা, মুফতী, হাফেজ, ক্বারী, ডাক্তার, উকিল, ভাষাবিদ, সমাজসেবী ও জ্ঞানী-গুণী সুধীজনেরা এই সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন। বর্তমানেও উভয় বাংলার উপরোক্ত শ্রেণির মানুষেরা এই সংগঠনের পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেছেন।

বর্তমানে এই সংগঠন জাতির নানাবিধ জটিল সমস্যার সমাধান, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ প্রতিকার, গরীব দুঃখী নিঃস্ব অসহায় জনের সেবা, বন্যা-দুর্ভিক্ষ মহামারিতে দেশ বিদেশে সাহায্য প্রেরণ। দ্বন্দ্ব-বিবাদ, অসামাজিক কাজে জর্জরিত সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার সচেতনতা, জাতি-ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বাতাবরণ সৃষ্টি প্রভৃতি নানাবিধ সামাজিক কাজকর্মের মধ্য দিয়ে নিজেকে মেলে ধরে সমাজের বুকে এক উজ্জ্বল প্রভাব প্রতিপত্তি ও সুনাম অর্জন করেছে যার সামান্যতম নজির নিম্নে তুলে ধরা হল।

**জমিয়তে উলামায়ে বাংলার দ্বীনের হিফাজত সংক্রান্ত কার্যাবলীঃ —**

১। ২৪শে নভেম্বর ১৯৯৫ শুক্রবার ২৪ পরগণার হাতিয়াড়ার গাহমারীর ভন্ড পীরের কোরআনের অপব্যাখ্যা করে পুস্তিকা প্রচারের প্রতিবাদে হাতিয়াড়ার ফুটবল মাঠে আনুমানিক ২০ হাজার মানুষের সমাবেশে উক্ত পীর সাহেবের মুখোশকে উন্মোচন করে দিয়ে কোরানের যে যে আয়াত সমূহের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছিল জমিয়তে উলামায়ে বাংলার ওলামাগণ তার সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। উঃ ২৪ পরগণা প্রশাসনের উপস্থিতিতে এই সমাবেশ হয়।

২। ১৩ই এপ্রিল ২০০৩ রবিবার জমিয়তে উলামায়ে বাংলার আহ্বানে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ইরাক দখলের প্রতিবাদে ইঙ্গ-মার্কিন বিরোধী ঐতিহাসিক ধিক্কার মিছিল ও সমাবেশ কলকাতা মার্কিন দূতাবাসের সন্নিকটে অনুষ্ঠিত হয়। রেডিও তেহরান সংবাদে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ সভায় সমবেত হয়েছিলেন, এই সভায় সভাপতিত্ব করেন আল্লামাপীর মোঃ সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী সাহেব, ফুরফুরা শরীফ।

৩। ১১ই ডিসেম্বর ২০০৩ বৃহস্পতিবার মাদ্রাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য কিদোয়াই রিপোর্টের প্রতিবাদে জমিয়তে উলামায়ে বাংলা ও মাদ্রাসা শিক্ষক শিক্ষা কর্মী সমিতির উদ্যোগে কলকাতা শহীদ মিনার ময়দানে এক বিশাল সমাবেশ হয়। সভাপতিত্ব করেন বর্ষীয়ান পীর আল্লামা পীর মোঃ সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী সাহেব। রেডিও বি.বি.সি. ও রেডিও তেহরান সংবাদে প্রচারিত হয় প্রায় দুই লক্ষ মানুষ সমবেত হয়েছিল।

৪। ১২ই ফেব্রুয়ারী ২০০৪ মাদ্রাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য কিদোয়াই রিপোর্টের প্রতিবাদে কলকাতা মৌলালী যুবকেন্দ্রে বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, আইনজীবী, অধ্যাপক, আলেম উলামা ও শিক্ষা দরদীদের উপস্থিতিতে মাদ্রাসা এডুকেশন কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়, সভায় সভাপতিত্ব করেন বর্ষীয়ান পীর ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা পীর মোঃ সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী সাহেব। বক্তারা সকলেই কিদোয়াই রিপোর্টের পুনঃ মূল্যায়ন দাবী করেন।

৫। ফুরফুরা শরীফের মহান ইছালে সওয়াবে আগত লক্ষ লক্ষ মানুষের সেবার জন্য জমিয়তে উলামায়ে বাংলা কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ হইতে ইছালে মওয়াবের তিন দিন ২১,২২,২৩ শে ফাল্গুন ইং ৬,৭,৮ মার্চ ২০০৭ এ্যালোপাথি, হোমিওপ্যাথি ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প খোলা হয় এবং হাজার হাজার মানুষের এ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি ঔষধ ফ্রী দেওয়া হয়। ঈছালে সওয়াবের দ্বিতীয় দিনে জমিয়তের পরিচালনায় অনেক দ্বীনি সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও তার সমাধানের ব্যবস্থা করা হয়। এই পরম্পরা আজও চলে আসছে।

৬। জমিয়তের কেন্দ্রীয় কমিটির পরিচালনায় ২১শে আগস্ট ২০০৮ বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টায় সংখ্যালঘুদের ওয়াকফ সম্পত্তিতে জবরদখলকারীদের উচ্ছেদ করে সুষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণের দাবিতে মাননীয় সংখ্যালঘু মন্ত্রী ও রাজ্যের ওয়াকফ বোর্ডের নিকট এক গণ ডেপুটেশন দেওয়া হয়। উঃ ২৪ পরগণা, দঃ ২৪ পরগণা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলী, বাঁকুড়া, মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া বিভিন্ন জেলা থেকে কমবেশি প্রায় দশ হাজার মানুষ গণ ডেপুটেশনে হাজির হয়েছিলেন, জমায়েতের স্থান ছিল কলকাতা ধর্মতলা, অত্র ডেপুটেশনের দাবী সমূহ ঃ-

১। ওয়াকফ সম্পত্তিগুলো চিহ্নিত করে মুসলিম সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

২। ওয়াকফ বোর্ডের অধীনস্থ মসজিদগুলোর সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন করা।

৩। মানিকতলা গোরস্থানের ৫১ সতীশ মুখার্জী রোডে সুবিশাল সম্পত্তির মধ্যে ১৯ বিঘা গোরস্থান

রয়েছে। এমন সব গোরস্থান হতে জবরদখল উচ্ছেদ করে গোরস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করা।

৭। ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ সোমবার ভাঙ্গড় থানার বাগান আইট ঈদগাহ ময়দানে এক বিদায়াতী ফকির কবরকে কেন্দ্র করে মেলা বসিয়ে গান বাজনা, গ্যাঁজা, কাওয়ালীর আসর চালু করতে চেয়েছিল। জমিয়তের ভাঙ্গড় থানা কমিটির ডাকা সমাবেশে তীব্র প্রতিবাদ জানানোয় ঐ বিদাতী কাজকর্ম শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়।

**জমিয়তে উলামায়ে বাংলা'র খিদমতে খালক্ অর্থাৎ সৃষ্টির সেবামূলক বা জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন কাজকর্মের নজির ঃ**

১।১৯৯৫ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর রবিবার বাঁকুড়া জেলার কোতলপুর থানার অধীন" ঝোড়ো হোন্নে ডহুয়াবনী গ্রামে কাদিয়ানীগণের বিরুদ্ধে এক বিশাল প্রতিবাদ সভা হয়।

২।১৯৯৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যা কবলিত হয়ে পড়লে হুগলী জেলার ৫০০ পরিবারকে শীতবস্ত্র হিসাবে কম্বল এবং একহাজার (১০০০) পরিবারের মধ্যে বিভিন্ন বস্ত্রাদি বিতরণ করা হয়।

৩।১৯৯৫ সালে ভারত সরকারের কাছে মুসলিম পার্সোনাল -ল অক্ষুন্ন রাখার এবং ইউনিফর্ম সিভিল কোর্ট বাতিলের জন্য আবেদন পাঠানো হয়।

৪।১৯৯৮ সালে মহারাষ্ট্রে বাঙালী খেদাও প্রচারের প্রতিবাদ জানানো হয়।

৫।১৯৯৮ সালে ৩রা মে ফুরফুরা শরীফের মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

৬। ১৯৯৯ সালে হুগলী জেলার ধনেখালি কমিটির পক্ষ থেকে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে পবিত্র ঈদ উপলক্ষ্যে ২০০জন দুঃস্থ ও প্রতিবন্ধীদের বস্ত্র দেওয়া হয় এবং জমিয়তের পক্ষ থেকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গরীব দুঃস্থ রোগগ্রস্থ মানুষকে ৫০ টাকা হতে ৫০০, ৮০০, ৩০০০ টাকা পর্যন্ত এককালীন দানের ব্যবস্থা করা হয়।

৭। ২০০০ সালে ভয়াবহ বন্যায় বনগাঁ, বাগদা, গাইঘাটা, স্বরূপনগর, বাদুড়িয়া, দেগঙ্গা, হাবড়া, নদীয়ার মানুষেরা যখন ঘরছাড়া ঠিক সেই মূহুর্তে জমিয়তের কেন্দ্র, উঃ ২৪ পরগণা জেলা ও হাবড়া, অশোকনগর থানা কমিটির উদ্যেগে অশোকনগর থানায় (জে. এস.সিনিয়র মাদ্রাসায় ১টি এবং হাবড়া থানার মালিগ্রাম সিনিয়র মাদ্রাসায় ১টি মোট ২টি বন্যাত্রাণ শিবির খোলা হয়। উক্ত ত্রাণ শিবির দুটিতে ৭.১০.২০০০ থেকে ১.১১.২০০০ পর্যন্ত মোট ২৫ দিন ধরে ৪৮০ জন বন্যার্ত মানুষের থাকা, খাওয়া ও ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করা হয়।

৮। ১.১১.২০০০ তারিখে ঐ সমস্ত বন্যা কবলিত এলাকায় ১,৪২০০০ (এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার) টাকার ত্রাণ সামগ্রী ও ৪ লরী পুরাতন বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

৯। ১.১.২০০১ তারিখে অশোকনগর থানার জে.এস.সিনিয়র মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে ঈদ উপলক্ষ্যে ২০০টি নতুন রঙীন শাড়ি, ১০০টি নতুন সাদা শাড়ী। ১৫০টি নতুন লুঙ্গি এবং হাফ লরী বাচ্চা, মধ্যবয়সী ও বয়স্কদের নতুন পোষাক বন্যা প্লাবিত অসহায় ছিন্নবস্ত্র মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

১০। ২০০২ সালে রাজারহাট থানার উদ্যোগে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ৭২জন রোগীকে ফ্রী চশমা বিতরণ কয়েকজন কন্যার বিবাহে সাহায্য প্রদান, ঈদ উপলক্ষ্যে ২০৬ জন গরীব দুঃস্থদের মধ্যে নতুন বস্ত্র বিতরণ এবং দাতব্য চিকিৎসালায় ১১ হাজার রোগীকে ফ্রী ঔষধ বিতরণ করা হয়েছে।

১১।২৯.৭.২০০২ গুজরাটে দাঙ্গায় পীড়িত মানুষের সাহায্যার্থে উনশানী ও কোড়লা, ধুলিগড় অঞ্চল থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির মাধ্যেমে ৬৬৮৫ টাকা গুজরাটের সেন্ট্রাল রিলিফ কমিটিকে পাঠানো হয়।

১২। ১৫ই আগস্ট ২০০৩ দেগঙ্গা থানার উদ্যোগে ৫৬ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে ৩৫ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ১০ জনের ফ্রী ই.সি.জি. পরীক্ষা করানো হয়।

১৩। ১২ই ফেব্রুয়ারী ২০০৪ মাদ্রাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য কলকাতা মৌলালী যুব কেন্দ্রে বুদ্ধিজীবি সাংবাদিক, আইনজীবি, অধ্যাপক, আলেম উলামা ও শিক্ষা দরদীদের উপস্থিতিতে মাদ্রাসা এডুকেশন কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

১৪। ২৪শে আগস্ট ২০০৫ জমিয়তের কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে কৃষকদের জমি রক্ষার স্বার্থে উঃ ২৪ পরগণার ভোজের হাটে এক বিশাল সমাবেশ ডাকা হয়।

১৫। ১৮ই এপ্রিল ২০০৬ বারাসাত থানা কমিটির উদ্যোগে আলগড়িয়া গ্রামে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

১৬। ২০০৬ জমিয়তে র বসিরহাট জোনাল কমিটির উদ্যোগে এক চক্ষু পরীক্ষা  শিবিরে ১৭০০ রোগীর চক্ষু পরীক্ষা ও ১০০ জনের ফ্রী মাইক্রোসাজরী করা হয়।

১৭। ২০০৬ বাদুড়িয়া থানা কমিটির উদ্যোগে এক চক্ষু শিবিরে ১ হাজার রোগীর চক্ষু পরীক্ষা ও ১০০ জনের ফ্রী মাইক্রোসাজরী করানো হয়।

১৮। ২৫শে ফেব্রুয়ারী ২০০৭ উঃ ২৪ পরগণার হাবড়া অশোকনগর থানা কমিটির উদ্যোগে জে. এস. সিনিয়র মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে চক্ষু স্বাস্থ্য ও রক্ত পরীক্ষা শিবির ও সাচার কমিটির রিপোর্ট সহ সংখ্যালঘুদের দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে এক  সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

১৯। ২০০৭ ভাঙ্গড় থানা কমিটির পরিচালনায় চন্দনেশ্বর স্কুল মাঠে ইফতারের মজলিস, গরীবদের মধ্যে ১৮০টি শাড়ী ও ৬ হাজার টাকার জাকাত বিতরণ করা হয়।

২০। ১০ই ফেব্রুয়ারী ২০০৭ ফুরফুরা শরীফে সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের স্বার্থে সাচার কমিটির রিপোর্ট কার্যকরী করার দাবীতে এক বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে প্রায় লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করেন বর্ষীয়ান পীর আল্লামা মোঃ সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী সাহেব। বক্তব্য রাখেন জমিয়তের সহ সভাপতি পীর মহঃ ওমর সিদ্দিকী সাহেব, পীর মোঃ ইব্রাহিম সিদ্দিকী সাহেব, মুখ্য সংগঠক পীরজাদা মেহরাবউদ্দিন সিদ্দিকী সাহেব, সাধারণ সম্পাদক মাওঃ সৈয়দ বাহাউদ্দিন সাহেব,  কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি বর্তমান সম্পাদক মাওঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন সাহেব। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পীর মোঃ নূরউদ্দিন সিদ্দিকী সাহেব, সহ সম্পাদক বর্তমান সভাপতি পীরজাদা মুফতি ইমরান উদ্দিন সিদ্দিকী সাহেব মাওঃ মুফতি আজমাতুল্লা সিদ্দিকী সাহেব, কোষাধ্যক্ষ  বর্তমান যুগ্ম সম্পাদক পীরজাদা মাওঃ সাইফুল্লাহ সাহেব ও কেন্দ্র, জেলা, থানার নেতৃবৃন্দগণ।

২১। ২৫ফেব্রুয়ারী ২০০৭ জমিয়তের ভাঙ্গড় থানা কমিটির পরিচালনায় চন্দ্রনেশ্বর স্কুল মাঠে ভাঙ্গড় থানা সম্মেলন হয়। সভাপতিত্ব করেন বর্ষীয়ান পীর আল্লামা সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী।

২২। গত ১লা মার্চ ২০০৭ কলকাতা রবীন্দ্র সদনে কনভেনশনে এবং পরবর্তীকালে ৫ই জুন ২০০৭ মহাকরণে জমিয়তের প্রতিনিধিরা যে দাবী সনদ পেশ করেন তার মধ্যে '১০দফা দাবি সরকার এর সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতর মেনে নিয়েছেন বলে ঘোষণা দেওয়া হয় এবং আরও ৮ দফা দাবি পেশ করা হয়।

২৩। ২১ আগস্ট ২০০৮ ওয়াকফ সম্পত্তিতে জবর দখলকারীদের উচ্ছেদ করে বৃক্ষরোপনের দাবিতে সংখ্যালঘু মন্ত্রী ও ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যানকে ১০ হাজার মানুষের উপস্থিতিতে গণ-ডেপুটেশন দেওয়া

হয়।
২৪। রমজান মাসে (২০০৮) জমিয়াতের কেন্দ্র কমিটির উদ্যোগে আরামবাগ, খানাকুল ও গোঘাট থানা এলাকায় বন্যা প্লাবিত গরীবদের ৫০০ জনকে বস্ত্র এবং ৪০ জনকে ১০০ টাকা হারে নগদ দেওয়া হয়।
২৫। ১লা ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ উঃ ২৪ পরগণা হাড়োয়া রেলগেট জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে দেগঙ্গা থানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
২৬। ওয়াকফ বোর্ডের নির্দেশমত মুতাওয়াল্লী আব্দুর রাজ্জাক সাহেব গোরস্থানের সীমানা নির্ধারণ করতে গেলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে বারাসাত থানার ফলদী নিবাসী এক ব্যক্তি মারা যায়। এই পরিস্থিতিতে জমিয়তের কেন্দ্রীয় সম্পাদক সৈয়দ বাহাউদ্দিন সাহেব, উঃ ২৪ পরগণা জেলার সম্পাদক মোঃ সফিকুল ইসলাম ও দেগঙ্গা থানার সভাপতি মোঃ আতিয়ার সাহেব ও আরও কতিপয় ব্যক্তি ১২.০৯. ২০১০ তারিখে প্রথমে দেগঙ্গা থানার সি.আই.এর কাছে ডেপুটেশন দেন।
২৭। ১৮.০৯.২০১২ তারিখ বারাসাতের কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটলে এলাকা আবার অশান্ত হয়ে পড়ে। ফলে ২২.০৯.২০১০ তারিখে আরও বৃহৎ প্রতিনিধিদল গঠন করে বারাসাত জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে এলাকার শান্তি ফিরিয়ে আন, কবরস্থানকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এবং মৃত সাহাবুদ্দিনের পরিবারকে দশ লক্ষ টাকা সাহায্য দানের জোরালো দাবী জানানো হয়।
২৮। ০৩.০৯.২০১০ তারিখে ২৬শে রমজান জমিয়তের আমডাঙ্গা থানা কমিটির উদ্যোগে বড়গাছিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কেন্দ্রীয় মুখ্য সংগঠক পীরজাদা আলহাজ্ব মেহেরাবউদ্দিন সিদ্দিকী সাহেবের উপস্থিতিতে এক প্রাঞ্জল অনুষ্ঠান কায়েম করা হয়। ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সাত্তার সাহেবের কাছে সংখ্যালঘু শ্রেণির কিছু দাবি-দাওয়া পেশ করা হয় বাস্তবায়নের জন্য। সন্ধ্যার সময় ৭.০০ মানুষের ইফতারি প্রদান করা হয়।
২৯। ১৪ই ফেব্রুয়ারী ২০১০ উঃ ২৪ পরগণা দক্ষিণ শিমুলিয়া মুজাদ্দেদীয়া এতিমখানায় জমিয়এতর বাদুড়িয়া ও স্বরূপনগর থানা সম্মেলন ও হাজি সংবর্ধনা কায়েম হয়, বৈকালে জমিয়তের কমিটির নেতৃবন্দ ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সাত্তার সাহেব ও বাদুড়িয়ার বিধায়ক মাননীয় মোঃ সেলিম সাহেব উপস্থিত হলে সংখ্যালঘু স্বার্থ ও উন্নয়নের দাবিতে মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া সম্বলিত লিপি পেশ করা হয়।
৩০। ১৬ই অক্টোবর ২০০৯ হাবড়া-অশোকনগর থানা কমিটির পরিচালনায় দরিয়াসুদি পশ্চিমপাড়া মসজিদে হজ্ব যাত্রীদের সংবর্ধনা ও এ দোওয়ার অনুষ্ঠান কায়েম হয়। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা আলহাজ্ব মাওলানা ইমরানউদ্দিন সিদ্দিকী সাহেব ও আরো অনেকে।
৩১। ৮.০৬.২০১০ জমিয়তের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির পরিচালনায় আমডাঙ্গা থানা কমিটির ব্যবস্থাপনায় দ্বারিয়াপুর বাজারের পার্শ্বস্থ ময়দানে উঃ ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থি ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির, জেলা কমিটির ও আমডাঙ্গা থানা কমিটির বিশেষ পদাধিকারীগণ।
৩২। ১.০৯.২০১০ তারিখে ২১শে রমজান বারাসাত থানার অন্তর্গত ইসলামপুরে কদম্বগাছি অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে সন্ধ্যাবেলা ৮০০ রোজাদারকে ইফতারি প্রদান এবং ৬০০ গরীব দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়।
৩৩। ০৪.০৯.২০১০ তারিখে ২৪শে রমজান জমিয়তের মধ্যমগ্রাম থানার অন্তর্গত গিদবেড়িয়ায় ৬০০ দুঃস্থ অসহায় মানুষকে নতুন বস্ত্র বিতরণ এবং সন্ধ্যা বেলা ৩০০০ রোজাদারকে উৎকৃষ্ট মানের ইফতারি প্রদান করা হয়। । উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কার্যকরী সভাপতি পীরজাদা ইমরানউদ্দিন সিদ্দিকী সাহেব কেন্দ্রীয় সম্পাদক

সৈয়দ বাহাউদ্দিন সাহেব, কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন এবং কেন্দ্রী কমিটির সহঃ সবাপতি পীরজাদা মিনহাজউদ্দিন সিদ্দিকী সাহেব সহঃ সভাপতি সুফি আমির আলি সাহেব, উঃ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সম্পাদক মহঃ সফিকুল ইসলাম ও সহঃ সম্পাদক সুফি মাওলানা তাজাম্মুল হোসেন সাহেব ও আরও অনেকে।

৩৪। ৩১.১০.২০১০ তারিখে মধ্যমগ্রাম থানার হুমাইপুর গ্রামের আলহাজ্ব সুফি আমির আলি সাহেবের বাড়ির সন্নিকটস্থ খানকা শরীফ প্রাঙ্গণে ফুরফুরা শরীফের দাদা হুজুর ও পাঁচ আওলাদ হুজুরের স্মরণে বার্ষিক ইসালে সওয়াবে বহু মানুষকে নতুন কম্বল ও বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

৩৫। ২০১০ জমিয়তের টিটাগড় থানার উদ্যোগে ২০২জনকে ফ্রী চক্ষু পরীক্ষা ও ২১.০২.২০১২তারিখে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ২৫ জন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে গিফ্‌ট প্যাকেট প্রদান করা হয়।

৩৬। ৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০১১ জমিয়তের খড়দহ থানার উদ্যোগে এবং উঃ ২৪ পরগণা জেলা ও কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচেষ্টায় বারাসাত হইতে ফুরফুরা শরীফ নতুন বাস লাইন চালু হয়।

৩৭। ২২শে ডিসেম্বর ২০১২ মধ্যমগ্রাম স্পোটিং ক্লাব ময়দানে উঃ ২৪ পরগণা জেলা ও মধ্যমগ্রাম থানা কমিটির যৌথ উদ্যোগে জেলার কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মানবসেবার অঙ্গ হিসাবে রক্তদান শিবিরে ৬০জন রক্তদান করেন। ২০০ জনের চক্ষু পরীক্ষা হয়। আখেরী দোওয়া অন্তে ৫০০০ মানুষকে তাবারুক প্রদান করা হয়।

৩৮। ১০ই নভেম্বর ২০১৩ জমিয়তের হাবড়া অশোকনগর থানা কমিটির পরিচালনায় বড় বামুনিয়া গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় বড় বামুনিয়া মসজিদ সংলগ্ন প্রাঙ্গণে নবাগত হাজীদের সাহচর্য সম্মেলন ও দোওয়া খায়ের অনুষ্ঠান কায়েম হয়। উপস্থিত ছিলেনকেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ পীরজাদা মুফতী আজমাতুল্লাহ সিদ্দিকী সাহেব ও সুফি আমির আলি সাহেব। দুপুরে ৩ হাজাা মানুষের আহারও আসর বাদ মদীনার খেজুর ও জমজমের পানি পান করানো হয়।

৩৯। ২৮.০৮.২০১৪ ফুরফুরা দরবার শরীফ ও বসিরহাট দরবার শরীফ এর যৌথ উদ্যোগে জমিয়তে উলামায়ে বাংলা ও আমিনিয়া জমিয়তে মুত্তাকিন কমিটির ডাকে চাঁপাডালি মাছ বাজার প্রাঙ্গণে প্যালেস্টাইনের গাঁজায় এক নাগাড়ে বোমা বর্ষণকরায় ইসরাইলের বিরুদ্ধে মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

৪০। ৯ই ডিসেম্বর ২০১৫জমিয়তের হাবড়া অশোকনগর থানা কমিটির পরিচালনায় রাজবেড়িয়া মোড় সংলগ্ন প্রাঙ্গণে কেন্দ্র, জেলা, থানা কমিটির বিশেষ নেতৃবন্দ ও কলম পত্রিকার সম্পাদক ইমরান হাসান সাহেবের উপস্থিতিতে কয়েক হাজার মানুষের সমাবেশে নবাগত হাজীদের সাহচার্য সম্মেলন ও দোওণা খায়ের অনুষ্ঠান কায়েম হয়। আসর বাদ কয়েক হাজার মানুষকে জম্‌জমে্‌র পানি ও মদিনার খেজুর প্রদান করা হয়। কলম পত্রিকার ২য় পৃষ্ঠায় পরদিন বিরাট আকারে খবরটি প্রকাশ হয়।

৪১। ৩১শে জুলাই ২০১৬ হাবড়া অশোকনগর থানা কমিটির পরিচালনায় দরিয়াসুদি গ্রামে কেন্দ্র ও জেলা কমিটির উপস্থিতিতে পবিত্র হজ্বযাত্রী সম্মেলন, বস্ত্র বিতরণ ও দোওয়া খায়ের অনুষ্ঠান কায়েম হয়। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কার্যকরী সভাপতি পীরজাদা ইমরানউদ্দিন সিদ্দিকী সাহেব, কেন্দ্রীয় সম্পাদক সৈয়দ বাহাউদ্দিন সাহেব, কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন সাহেব, কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ মাওঃ মুফতি আজমাতুল্লাহ সিদ্দিকী সাহেব ও আরও অনেকে।

৪২। ২৭শে জুন ২০১৭ কলম পত্রিকায় প্রকাশ জমিয়তের কেন্দ্রীয় সভাপতি ফুরফুরা শরীফের সর্ব

বয়োজ্যেষ্ঠ পীর ও বাংলার শ্রেষ্ঠ ইসলামি চিন্তাবিদ, শায়খুল হাদিস আলহাজ্ব পীর মোঃ সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী (রহঃ) সাহেব কলম পত্রিকায় প্রকাশ করেন, জমিয়তে উলামায়ে বাংলার পক্ষ থেকে রাজ্যবাসীকে জানাই পবিত্র ঈদের প্রীতি, শুভেচ্ছা ও সালাম।

৪৩। ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ জমিয়তের উঃ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির পরিচালনায় হাবড়া থানার মালিগ্রাম আবু জাফরিয়া সিদ্দিকীয়া (রহঃ) মাদ্রাসায় উঃ ২৪ পরগণা নবাগত হাজী, উলামা ও গুণীজন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য- শিক্ষা , শান্তি , সম্প্রীতি ও সচেনতনতার বার্তা প্রদান। কেন্দ্র , জেলা ও থানা কমিটির সদস্যদের এবং নতুন -পুরানো সমস্ত হাজী সাহেব মিলে কয়েক হাজার মানুষকে মদিনার খেজুর ও জম্জমে্র ঠান্ডা পানি পান করানো হয়। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কলম পত্রিকার সম্পাদক, আহমাদ হাসন ইমরান সাহেব।

৪৪। ২৭শে নভেম্বর, ২০১৯ রাজারহাট ও নিউটাউন থানা কমিটির ব্যবস্থাপনায় রাজারহাট চৌমাথায় কেন্দ্র ও জেলা কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে ৫০০ জন দুঃস্থকে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয় এবং এন.আর.সি নিয়ে অহেতুক ভয় করার কারণ নেই বেল জানান কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দগণ।

৪৫। ১৩ই এপ্রিল ২০২০ জমিয়তে হাবড়া - অশোকনগর থানা কমিটির সৌজন্যে দরিয়াসুদি গ্রামে করোনা ভাইরাস -এ দিশেহারা অসহায় দুঃস্থদের ত্রাণ বন্টন করা হয়। এছাড়া সারা উঃ ২৪ পরগণা জেলা জুড়ে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং দুঃস্থদের ত্রাণ বন্টন করা হয়।

৪৫। ৯ই মে ২০২১ - তারিখ রবিবার রাত্রে “ইয়াস” ঝড়ে সুন্দরবন এলাকা সহ দঃ ২৪ পরগণায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। জমিয়তের হাবড়া অশোকনগর ও রাজারহাট নিউটাউন থানা কমিটির উদ্যোগে গোটা উত্তর ২৪ পরগণার বিভিন্ন থানা থেকে কালেকশন করে কেন্দ্র কমিটিকে সঙ্গে নিয়ে ইয়াস কবলিত এলাকায় নদীপথে মটর চালিত ভটভটি করে ৩ লক্ষাধিক টাকার খাদ্য পানীয় ও জীবনদায়ী ঔষধ ঐসব অঞ্চলে সরাসরি বিলি বন্টন করা হয়। বলা বাহুল্য এর আগে সেপ্টেম্বর ২০১৯ “বুলবুল” ঝড়ে এবং তার আগে “আয়লা” ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় জমিয়তের পক্ষ থেকে কয়েক লক্ষ টাকার ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ এবং গৃহ নির্মানের জন্য ক্যাশ টাকা মাথাপিছু ২০০০ টাকা করে বন্টন করা হয়।

৪৬। ১৬ জুন ২০২১ — কোভিড পরিস্থিতিতে জমিয়তের উঃ ২৪ পরগণা জেলা ও রাজারহাট নিউটাউন থানা কমিটির যৌথ উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ -এর উপস্থিতিতে লাউহাটি হালকায়ে জেকের মিশনে ফ্রী অক্সিজেন পার্লার চালু করা হয় এরই আগে এই মিশন ভবনে “করোনা” সেফ হোম” চালু হয়েছে।

৪৭। ২রা নভেম্বর ২০২১ — সম্প্রতি ভারতবর্ষের ত্রিপুরা রাজ্যে কিছু সমাজ বিরোধী মসজিদের উপর আঘাত হানায় দেশে অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়। এই প্রেক্ষিতে জমিয়তের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি শাহসুফী পীর ইমরানউদ্দিন সিদ্দিকী উঃ ২৪ পরগণা হুমাইপুর সিদ্দিকীয়া খানকা শরীফে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে, যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন ভাষার মানুষ ভারতবর্ষে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্ম নিরপেক্ষতা অক্ষুন্ন রেখে বসবাস করে আসছে। তাই যে কোন পরিস্থিতিতে আমাদের সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে দেশের ঐক্য ও সম্মান অক্ষুন্ন রাখতে হবে।

৪৮। ২৭শে নভেম্বর ২০২১ — দেশজুড়ে ক্রমান্বয়ে বাড়ছে মুসলিম বিরোধী সহিংসতা ও মসজিদ মাদ্রাসার উপর আক্রমন, এ ব্যাপারে উঃ ২৪ পরগণা মালিগ্রাম মাদ্রাসায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে জমিয়তের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আলঃ মাওঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন সাহেব বলেন যে, মন্দির মসজিদ, মাদ্রাসার ঐতিহ্য

রক্ষা করার দায়িত্ব সব সম্প্রদায়ের। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবিড় ভালবাসার সম্পর্ক, একে অপরের প্রতি গভীর বিশ্বাস কোন মতে ধ্বংস হতে দেব না।

৪৯।২৩শে ফেব্রুয়ারী ২০২২ — জমিয়তের উঃ ২৪ পরগণা জেলা, দেগঙ্গা থানা ও চৌরাশির অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে মাটিকোমরা পানির ট্যাঙ্ক ময়দানে, থানা — দেগঙ্গা, জমিয়তের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে হাজী সম্মেলন, সমাজ সেবার বাস্তবায়ন, গুণীজন সংবর্ধনা ও উঃ ২৪ পরগণা জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটি, জেলা কমিটি ও থানা কমিটির নেতৃবৃন্দ। সমাজ সেবার অঙ্গ হিসাবে এদিন দুঃস্থদের শাড়ি ও মশারি বিতরণ করা হয়।

৫০। ১৭ই এপ্রিল ২০২২ — কলম পত্রিকায় প্রকাশ, এতিমখানার পথ চলা শুরু লাউহাটিতে। লাউহাটির আলহাজ বদরউদ্দিন সাহেবের দান করা জমিতে গড়ে ওঠা "পীর আল্লামা সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী (রঃ) এতিমখানায়" ইফতারি মজলিসে কেন্দ্রীয় সভাপতি আলঃ শাহসুফী পীর ইমরানউদ্দিন সিদ্দিকী সাহেব বলেন, এই এতিমখানায় দ্বীনি শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা দিয়ে এতিমদের ভবিষ্যত তৈরীর ব্যবস্থা করতে হবে।

৫১। ১২ জুন ২০২২ — জমিয়তের হাবড়া অশোকনগর আমডাঙ্গা থানার উদ্যোগে দাঁতাড়ি গিনি ভবন অনুষ্ঠান গৃহে নবী (সঃ) এর অবমাননার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা ও হজ্বযাত্রী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জমিয়তের কেন্দ্রীয় সম্পাদক জনাব আলঃ মাওঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন সাহেব বলেন যে, হজরত মুহাম্মাদ সঃ কে অবমাননার বিরুদ্ধে আমরা অবশ্যই আন্দোলন করব তবে সেই আন্দোলন হবে নবী সঃ এর দেখানো পথে। রাস্তা আটকে, ভাঙচুর করে কোন প্রতিবাদ করতে নিষেধ করেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক আলঃ মাওঃ মুফতী আজমাতুল্লা সাহেব, যুগ্ম সম্পাদক আলঃ মোঃ সফিকুল ইসলাম, মুখ্য সংগঠক ডাঃ কবিরউদ্দিন আহমাদ সাহেব আরও অনেকে। এদিন কেন্দ্রীয় সভাপতি আলহাজ্ব শাহসুফী মুফতী পীর মোঃ ইমরানউদ্দিন সাহেবের আখেরী দোওয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

৫২।২০০০ সাল থেকে ২০২২ সালঃ-

জমিয়তে ওলামায়ে বাংলার উদ্যোগে ফুরফুরা শরীফের "পীর আবুবকর সিদ্দিকী মেমোরিয়াল সেবাসদন" এর জনমুখী সেবামূলক কাজকর্মকে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে জমিয়তের উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির তত্বাবধানে এবং হাবড়া অশোকনগর থানা কমিটির পরিচালনায় গুমা চৌমাথায় বার্নেট হোমিও ক্লিনিকে ২০০০ সাল থেকে অদ্যাবধি (অক্টোবর ২০২২) প্রতি সপ্তাহে ১দিন বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্বল্পমূল্যে ছানি অপারেশন শিবির অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং প্রতি বছরে ১ থেকে ২ বার ক্ষীণদৃষ্টি রোগীদের জন্য লেন্সওয়ালা ১০০ (একশত) চশমা ফ্রী প্রদান করা হয়। এখান থেকে এই সেবামূলক কাজকে হাবড়া, অশোকনগর, আমডাঙ্গা, দত্তপুকুর, দেগঙ্গা, বারাসাত, মধ্যমগ্রাম এয়ারপোর্ট, শাসন, রাজারহাট, নিউটাউন, খড়দা, বারাকপুর টিটাগড়, হাড়োয়া, মিনাখাঁ, ভাঙ্গড়, বসিরহাট, হাসনাবাদ সন্দেশখালি, মাটিয়া, বাদুড়িয়া, স্বরূপনগরী গাইঘাটা, বনগা, বাগদা, নদীয়া, হুগলী, হাওড়া, মালদা, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া জেলার প্রভৃতি থানায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই সুবৃহৎ সেবা কাজে চক্ষু বিভাগে নেতৃত্ব দেন কেন্দ্রীয় মুখ্য সংগঠক তথা বিশিষ্ট চক্ষু বিশারদ ডাঃ কবিরউদ্দিন আহমাদ সাহেব এবং সাংগঠনিক কাজকর্ম পরিচালনা করেন উঃ ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক তথা কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক মোঃ সফিকুল ইসলাম সাহেব। এছাড়া হাওড়া, হুগলী ও অন্যান্য জেলাগুলিতেও পীর আবুবকর সিদ্দিকী মেমোরিয়াল সেবা সদনের জনকল্যাণমুখী কাজ পুরোদমে চলছে।

# যুগসংস্কারক পীর আবু বকর সিদ্দিকী (রহঃ) — এর শিক্ষা প্রসারে অবদান

**মহঃ ওবাইদুর রহমান মল্লিক**
প্রধান শিক্ষক, মোস্তাফাপুর হাই মাদ্রাসা

উনিশ শতকের শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অবিভক্ত বাংলা ও আসামের মুসলিম সমাজের বিশিষ্ট যুগ সংস্কারক, শিক্ষা আন্দোলনের অগ্রদূত, শতাব্দীর সূর্য মোজাদ্দেদে জামান হজরত মাওলানা শাহ সূফী মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী (রহঃ) যে নবজাগরণের সূচনা করেছিলেন তারই ফলশ্রুতি আজ বাঙালি মুসলিম সমাজ ইসলামি চেতনা ও কৃষ্টি-কালচার নিয়ে সগৌরবে বেঁচে আছে। চিরকাল অবিভক্ত বাংলা ও আসামের মুসলিম সমাজ তাঁর কাছে ঋণী থাকবে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করে ১৮৯২ সালে তিনি মক্কা ও মদিনা শরীফে গমন করেন। মদীনা শরীফে অবস্থান কালীন তিনি মদিনার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস শাইখ সৈয়দ মোহাম্মদ আমিন ইবনে আহমাদ ইবনে রিজওয়ান মাদানীর নিকট ৪০টি হাদিস গ্রন্থের সনদ লাভ করেন। অতএব তাঁকে একজন উচ্চ পর্যায়ের মুহাদ্দিস (হাদিস বিশারদ) হিসাবে আখ্যায়িত করলে অত্যোক্তি হবে না। মক্কা হতে ফিরে এসে যুগশ্রেষ্ঠ পীর কামিল হযরত সুফী ফতেহ আলী ওয়াইসী (রহ)-এর নিকট তিনি বায়আত গ্রহন করে কাদিরীয়া, চিশতিয়া, নকশবন্দীয়া, মুজাদ্দেদীয়া ও মুহাম্মদীয়া তরিকায় পূর্ণ কামালিয়াত হাসিল করেন। পীর তাঁকে খিলাফতনামা দিয়ে বললেন — বাবা আবু বকর! তুমি মুহিউস সুন্নাত এবং আমীরুশ শরীআত হবে। পীর প্রদত্ত দুটি গুণ অক্ষরে অক্ষরে প্রস্ফুটিত হয়েছে তাঁর জীবনে। 'মুহিউস সুন্নাত' অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (সঃ) -এর সুন্নাত সমূহকে জীবন দানকারী ও পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা হিসাবে অচিরেই আমরা তাঁর বলিষ্ঠ এবং কর্ম উদ্দীপনা সবাই লক্ষ্য করেছি। অধঃপতিত বাংলার মুসলিম জাতিকে ইসলমী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে তিনি উল্লেখযোগ্য তিনটি পন্থা অবলম্বন করেন যথাক্রমে - (ক) মসজিদ, মাদ্রাসা ও মক্তব স্থাপন (খ) মিলাদ মাহফিল কায়েম করা (গ) পত্র পত্রিকা প্রকাশ করা।

(ক) মসজিদ, মাদ্রাসা ও মক্তব স্থাপন ঃ 'শিক্ষা-ই হল জাতির মেরুদন্ড' — এই কথাকে বাস্তবে রূপায়ন করতে তিনি দুর্বার গতিতে বাংলা ও আসামের বিভিন্ন গ্রামে অসংখ্য মসজিদ মাদ্রাসা ও মক্তব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্থাপন করেন। বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষা গ্রহনের জন্য পৃথক ব্যবস্থাপনা তাঁর কর্মকান্ডে আমরা লক্ষ্য করি। "নিজ জন্মভূমি ফুরফুরাতে স্বীয় শ্বশুর মুন্সী সাদাকাতুল্লাহের বাড়িতে নিজ পীরের নামে 'ফাতহিয়া' মাদ্রাসা স্থাপন করেন।১ ১৮৯৮ সালে এই মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯০২ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার সিলেবাস অনুসরণ করে পাঠ দান করা হতে থাকে। ১৯০৮ অথবা ১৯০৯ সালে সরকারী অনুমোদন লাভ করে মাদ্রাসাটি বর্তমানে 'ফুরফুরা ফাতেহিয়া সিনিয়র টাইটেল মাদ্রাসা' নামে সুখ্যাতি লাভ করেছে। এই মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপনের সময় তাঁর খলিফা আহমদ আলি জালাল হামিদী (রহঃ) উপস্থিত ছিলেন। শাহ সূফী ফতেহ আলী ওয়াইসী (রহঃ)-এর সুযোগ্য মুরিদ মাওলানা গানিমাতুল্লাহ এই মাদ্রাসার প্রথম প্রধান শিক্ষক (নাজিম) ছিলেন। চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই -এর অন্তর্গত মিঠানালায় ১৯০৪ সালে তাঁরই খলিফা শাহ সূফী আব্দুল গণি একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। পীর আবু বকর সিদ্দিকী (রহঃ) স্বীয় দাদাপীর সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (রহঃ) -এর স্মৃতিতে নাম রাখের 'সুফিয়া নূরিয়া' যাহা বর্তমান বাংলাদেশে 'সুফিয়া নূরিয়া ফাজিল মাদ্রাসা' নামে পরিচিত। তিনি বাংলাদেশের বগুড়া জেলার

(১) আয়েনা ওয়াইসি (উর্দু), মুহাম্মদ মুতিউর রহমান, পৃষ্ঠা - ২৪৪
(২) ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকী, আবু ফতেমা মোহাম্মদ ইসহাক, পৃষ্ঠা-৬৬
(৩) Muhammad Mojlum Khan 'THE MUSLIM HERITAGE OF BENGAL' Kube Publishing Ltd. U.K. Page : 167-168

গোয়ালবাড়িতে তাঁর সপ্তম পূর্ব পুরুষ শাহ সূফী মোস্তাফা মাদানী (রহঃ) -এর নামানুসারে 'মোস্তাফাবীয়া আলিয়া মাদ্রাসা' ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন যেটি বাংলাদেশে সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে চালু রয়েছে। তাঁরই বিশিষ্ট খলিফা আল্লামা নেসারউদ্দিন আহমদ নিজ পীরের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯১৫ সালে বরিশালের শর্ষিনা গ্রামে 'শর্ষিনা দারুস সুন্নাহ মাদ্রাসা' প্রতিষ্ঠা করেন। এটি একটি উন্নত মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে প্রায় ৩০০০ ছাত্র বর্তমানে পড়াশুনা করছে। রংপুরের নীলফামারীর অধীন সৈয়দপুর বাঙালীপাড়াতে একটি ওল্ড স্কীম দারুল উলুম মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপন করেন এবং নিজের পকেট থেকে প্রথম পঁচিশ টাকা চাঁদা দান করেন এবং নগদ ও প্রতিশ্রুত সাত হাজার টাকা আদায় করার ব্যবস্থা করে ছিলেন।২ ওল্ড স্কীম মাদ্রাসার সিলেবাসে সেই সময় হাদিস, তাফসীর, ফেকাহ, উখুল-ই-ফেকাহ, হিকমত, মানতিক, ইসলামের ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় পড়ানো হত। ফলে ছাত্ররা ইসলামী ধর্মশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে সক্ষম হত। পীর আবু বকর সিদ্দিকী (রহঃ) অত্যন্ত বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন। মুসলিম ছাত্রদের ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় না ঘটাতে পারলে সমাজ উন্নত হবে না। তাই নিউ স্কীম মাদ্রাসার ধারা প্রবর্তন করলেন যার সিলেবাসে বাংলা, ইংরাজী, গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল সহ আরবী দ্বিনীয়াত বিষয় পড়ানো হতে থাকে। এই নিউ স্কীম মাদ্রাসা তিনি স্বয়ং ১৯১৫ সালে ফুরফুরাতে স্থাপন করলেন। ১৯৩৫ সালে ১৫০ হাত বিশিষ্ট একটি পাকা গৃহ নির্মাণ করা হয় এবং এর অর্ধেক খরচ তিনি নিজেই বহন করেন। মহান বিদ্যানুরাগী এই মনিষী মাদ্রাসার জন্য আটাশ হাজার টাকার সম্পত্তি ওয়াকফ করে দিয়ে তদানীন্তন সমাজে স্বয়ং দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। পীর আবু বকর অত্যন্ত সচেতন মানুষ ছিলেন। একবার খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ মাওলানা আবু নসর ওহীদ ওল্ড স্কীম ধারাকে তুলে দিয়ে নিউ স্কীম মাদ্রাসা প্রবর্তনের প্রস্তাব সরকারকে দিলে সমস্ত ওল্ড স্কীম মাদ্রাসার সঙ্গে আলিয়া মাদ্রাসাকেও নিউ স্কীম মাদ্রাসা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্তের তিনি তীব্র প্রতিবাদ করলে সরকার সিদ্ধান্ত বাতিল করতে বাধ্য হয়। শিক্ষার প্রতি কতটা তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন সেই সম্পর্কে মুহাম্মদ মজলুম খান লিখেছেন — "It should be pointed out here that althought Abu Bakr himself did not pursue English education, he was not against modern education per se. On the contrary, in 1933, during his keynote speech at the annual conference of the Jami'at-i-Tulaba-i-Arabia of Assam he argued that pursuing a modern education was essential for Muslims, especially if they are to secure positions of power and responsibility in the government. ৩ শিক্ষায় নারী জাতিকে পিছিয়ে রাখলে সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় তৎকালীন সময়ে যে সকল পত্রপত্রিকা বের হত তাহাতে নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ ও লেখনী প্রকাশ হত। 'সমাজে স্ত্রী শিক্ষার আবশ্যকতা' স্ত্রী শিক্ষা ও জাতীয় উন্নতি' 'স্ত্রী শিক্ষা ও সমাজ' প্রভৃতি প্রবন্ধ গুলিতে নারী শিক্ষার প্রতি জোর দেওয়া হয়। পর্দার সঙ্গে নারীদের জন্য পীর আবু বকর সিদ্দিকী (রহঃ) আধুনিক শিক্ষা, ধর্ম ও নীতি শাস্ত্র শিক্ষার উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর ইন্তেকালের পর শিয়াখালার নিকটবর্তী চকতাজপুরে 'সিদ্দিকীয়া গার্লস মাদ্রাসা'' স্থাপন প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই প্রসঙ্গে মুহাম্মদ মজলুম খান লিখেছেন-"Abu bakr was surprisingly liberal and open minded when it came to female education so much so that he established female only schools and madrasahs in order to promote learning education and scholarship in Bengal's conservative patriarchal Muslim society. ৪

(৪) Page 166
(৫) যুগ প্রবর্তক, শাহ আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ) সৈয়দ মুহাঃ বাহাউদ্দিন পৃষ্ঠা - ১৮৫
(৬) প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - ১৮৫

অধুনা বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার পান্টিতে ১৯০৩ তিনি একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। অত্র জেলায় তখন কোন মাদ্রাসা ছিল না। এছাড়া অবিভক্ত নদীয়া জেলার শান্তিপুরে 'জুবিলী মাদ্রাসা', কৃষ্ণনগরের 'ইজিকেল মাদ্রাসা'। ঐ জেলায় ১৮৪টি মক্তব তাঁর সহযোগিতায় এবং 'আঞ্জুমানে ইত্তেফাকে ইসলাম' (১৯০৬) -এর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। .............১৯১৯ সালে পাবনা জেলার হাদলে হাদল ওল্ড স্কীম এতিমিয়া মাদ্রাসা, পাবনা শহরের 'আলিয়া মাদ্রাসা, পাবনা শিবপুর এবং পুষ্পপাড়া মাদ্রাসা, ১৯২০-২১ সাল পর্যন্ত পাবনায় মোট ১৮টি মাদ্রাসা ছিল। এর মধ্যে ১টি সিনিয়র মাদ্রাসা ৭টি জুনিয়র ও ১০টি ওল্ড স্কীম মাদ্রাসা। এছাড়া বড় বড় প্রত্যেক গ্রামেই হাফিজিয়া ও মক্তব ছিল। দেখা যাবে এইসব প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁর অথবা তাঁর শিষ্য ও অনুগামীগণ কর্তৃক গড়ে উঠেছে।৫ 'বিভিন্ন লেখকের মতানুযায়ী তাঁর একক চেষ্টায় উভয় বঙ্গ-আসামের বিভিন্ন জায়গায় ছোট, বড় মক্তব ও ওল্ড স্কীম মিলে আটশো মাদ্রাসা ও এগারোশো মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়।৬ "তাঁর সময়কার বাংলা ও আসামের প্রায় সব ক'টি ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপন করেছেন তিনি।৭ পীর আবু বকর সিদ্দিকী (রহঃ) ইসলামী শিক্ষায় যে বিপ্লব এনেছিলেন তাঁরই উত্তরসুরী পাঁচ সাহেবজাদাগণ ও পরবর্তী পৌত্র-প্রপৌত্র ধারা বজায় রেখে বাংলার গ্রামে-গঞ্জে শহরে-নগরে অসংখ্য হাফেজিয়া কোরানীয়া মক্তব-মাদ্রাসা স্থাপন করেছেন। বহু মাদ্রাসা সরকারি স্বীকৃতি নিয়ে, অনেক মাদ্রাসা বেসরকারিভাবে সাধারণ মানুষের অনুদানে পরিচালিত হচ্ছে। ইসলামী সংস্কৃতি ও আদর্শকে বজায় রেখে অনৈসলামিক রীতি-নীতি, শিরক ও বিদায়াত মুক্ত সমাজ গড়তে এই সকল মাদ্রাসার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। মুহাম্মদ মজলুম খান লিখেছেন - This was not surprising, given the fact that the Muslims of Bengal why were behind their Hindu counterparts when it came to learning and educatinal attainment. This state of affair shocked Abu Bakr. who was determined to change the status quo. In the process he became one of the pioneers of Islamic learning and education in Bengal.8

(খ) মিলাদ মাহফিল কায়েম করা ঃ পীর আবু বকর সিদ্দিকী (রহঃ) সমাজের সর্ব স্তরের মানুষের নিকট দ্বীনি দাওয়াত পৌঁছে দেবার জন্য বিকল্প উন্মুক্ত শিক্ষা ধারা প্রবর্তন করেন। প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে যারা লেখাপড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত তাদেরকেও শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসার জন্য মিলাদ ও মাহফিল কায়েম করা ছিল তাঁর এক সামাজিক ধর্মীয় বিপ্লব। একশ বছর পূর্বে গ্রামাঞ্চলের মানুষের বিশেষত মুসলিম সমাজের আর্থিক অবস্থা খুবই করুণ ছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত থাকায় শিক্ষার আলো ঠিকভাবে পৌঁছায়নি। এই দূরবস্থা ও দুর্দশা দূরীকরনে নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের কাছে ইসলামের সঠিক বিধানকে তুলে ধরার জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে মিলাদ ও মাহফিল কায়েম করেন। ফলে সমাজ থেকে সুদ, ঘুষ, ব্যাভিচার, চুরি, ডাকাতি, শিরক ও বিদয়াত দূর হয়। এমনকি বহু অপরাধী ও পাপাচারী তাঁর দ্বীনি মজলিসে বসে আত্মসংশোধন করে আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চ শিখরে উন্নীত হয়েছেন। 'হযরত পীর সাহেব নিজেও বাংলা আসামের প্রায় সর্বত্র সভাসমিতি করে পথহারা দিগভ্রান্ত মুসলমানদের সহজ সরল সত্য পথের সন্ধান দিয়ে যান।৯

১৯০৭ সালের ইসলাম প্রচারক পত্রিকায় এক সংবাদে বলা হয় - 'বঙ্গীয় লক্ষ লক্ষ মুসলমানের পীর ও মোর্শেদ আদর্শ আলেম, আদর্শ সুফি, আদর্শ ওয়ায়েজ, আদর্শ ধার্মিক, স্বজাতি বৎসল জনাব মাওলানা শাহ মোহাম্মাদ আবু বকর সাহেব বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় গমনপূর্বক মুসলমান দিককে ওয়াজের সুধাপান করাইতেছেন। সহস্র সহস্র বেদাতী তাহার দ্বারা হেদায়েত হইতেছে। জনাব মাওলানা সাহেব বঙ্গদেশে পবিত্র ইসলাম ধর্মের উজ্জ্বল প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়াছেন। এইরূপ আদর্শ ধর্ম নেতা মুসলমান সমাজে আর দুই চারিজন থাকিলে সমাজ অতি শীঘ্রই উন্নতির শীর্ষ দেশে উন্নীত হইত।"

(৭) ফুরফুরার পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী-আবু ফাতেমা মোহাম্মদ ইসহাক পৃষ্ঠা ৩৪

(৮) Muhammad Mojlum Khan 'THE MUSLIM HERITAGE OF BENGAL' Kube Publishing Ltd. UK. P-166

পূর্ব হতেই মুসলিম সমাজে ভিন্ন মতাবলম্বীরা পরস্পর বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে নিজেদেরকে সঠিক সাব্যস্ত করতে সক্রিয় ছিল। কাদিয়ানী, লা-মাজহাবি, ওহাবী, মাজারপুজারী, বেদাতী প্রভৃতি গোষ্ঠী পুরো সমাজটাকেই বিভ্রান্তির বেড়াজালে নিমজ্জিত করে দিয়েছিল। এই সকল বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী মতবাদকে খন্ডন করে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের আলোকে হানাফি মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে ওয়ায়েজীন (বক্তা) -দের নিয়ে 'আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনে বাংলা' নামে একটি সমিতি ১৯১১ সালে গড়ে তোলেন। তাঁর দরবারে বিভিন্ন প্রান্ত হতে আগত ওলামাগণ তাঁর পরশে আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতা ও ইসলামী জ্ঞানের সুধা পান করে হাক্কানী আলিম-এ পরিণত হতেন। ওলামাদের মধ্যে সমন্বয় গড়ে তুলতে ও সংগঠিত করতে ১৯১৩ সালে 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাংলা' প্রতিষ্ঠা করে তাঁদের মাধ্যমে বাংলা ও আসামের বিভিন্ন প্রান্তে মিলাদ ও মাহফিলের মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষার বিস্তার ঘটান। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল ইসলাম প্রচার, ইসলামী শিক্ষার প্রসার, খ্রিষ্টান ধর্মপ্রচারক ও অন্যান্য ধর্মবাদীদের শত্রুতামূলক প্রচারের মোকাবেলা করে পুস্তক ও প্রচারপত্র লেখা; পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মুসলিম সমাজের সংস্কার সাধন। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামবদী, মাওলানা মোঃ আকরাম খান, মাওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী ও বিশিষ্ট ভাষাবিদ ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। সংগঠনটির প্রচার মুখপত্র ছিল 'আল-ইসলাম'।

(৯) ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকী, আবু ফাতেমা মোহাম্মদ ইসহাক, পৃষ্ঠা-৬৬

২১-২৩শে ফাল্গুন ফুরফুরায় বাৎসরিক ঈসালে সাওয়াবের অনুষ্ঠান তাঁর অমর কীর্তি। প্রকৃতপক্ষে এটা হল একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে বাংলা, আসাম ও ত্রিপুরা থেকে ইসলামী শিক্ষা অর্জন ও আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতার লক্ষ্যে দলে দলে মানুষ পীর আবু বকর সিদ্দিকী (রহঃ) -এর দরবারে আসতেন এবং অদ্যাবধি সেই ধারা বজায় আছে।

(গ) পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার ঃ তৎকালীন সমাজে সংবাদপত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। উর্দু ভাষায় পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হলেও বাংলা ভাষায় ইসলামী পত্রিকা খুব কম ছিল। তিনি এ কথাটি ভালভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বেশ কিছু পত্র-পত্রিকার তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আর্থিক সংকটে পতিত হয়েছে, এমন অনেক পত্রিকাকে তিনি নিজ তহবিল হতে অথবা চাঁদা সংগ্রহ করে সাহায্য করেছেন (হাকীকতে ইনসানিয়াত, ২৯) তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় যে সকল পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল যথাক্রমে - (ক) মিহির ও সুধাকর (সাপ্তাহিক), সম্পাদক, শেখ আবদুর রহিম, ১ম প্রকাশ, ১৮৯৫ (খ) নবনূর (মাসিক), সম্পাদক, সৈয়দ এমদাদ আলী, ১ম প্রকাশ, ১৯০৩ (গ) মোহাম্মদী (সাপ্তাহিক), সম্পাদক মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, ১ম প্রকাশ ১৯০৮, (ঘ) সুলতান (সাপ্তাহিক), পরবর্তীকালে দৈনিক, সম্পাদক, প্রথমে রেয়াজুদ্দিন আহমদ ও পরে মোহাম্মদ মুনিরুজ্জামান ইসলামবাদী, ১ম প্রকাশ, ১৯০২; (ঙ) মুসলিম হিতৈষী (সাপ্তাহিক), সম্পাদক শেখ আবদুর রহিম, ১ম প্রকাশ ১৯১১; (চ) ইসলাম দর্শন (মাসিক), আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনের মুখপত্র, সম্পাদক, মোঃ আবদুল হাকিম ও নূর আহম্মদ, ১ম প্রকাশ, ১৯২০, (ছ) হানাফী (সাপ্তাহিক), সম্পাদক,মোহাম্মদ রুহুল আমীন, ১ম প্রকাশ, ১৯২৬; (জ) শরিয়তে এসলাম (মাসিক) সম্পাদক, আহমদ আলী এনায়েতপুরী, ১ম প্রকাশ ১৯২৬।

মহান আল্লাহ পাক মোজাদ্দেদে জামান দাদাহুজুর পীর আবু বকর সিদ্দিকী (রহঃ) -এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তাঁর উত্তরসুরীদের সান্নিধ্যে আমাদের সকলের বাহ্যিক ও আধ্যাত্মিক আত্মশুদ্ধি হবার তৌফিক দান করুন। আমীন।

# পশ্চিমবঙ্গের ওয়াকফ সম্পত্তির উদ্ধারে জমিয়তে উলামায়ে বাংলার চিন্তাভাবনা

Mobile : 9733625625

**JAMIAT-E-ULAMA-E-BANGLA**

GOVT. REGD. NO.–S\IL/4845

*Central Office* : **Furfura Darbar Sharif, P.O.- Furfura**

**Dist. - Hooghly. (WB) Pin - 712 706**

মাননীয়,

শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

মুখ্যমন্ত্রী , পশ্চিমবঙ্গ সরকার

রাইটার্স বিল্ডিং

কলি-

Date 7. 12. 09

7.12.09

Received Contents not Verified
Chief Minister's Office
Government of West Bengal
Writer's Buildings, Kolkata

মহাশয়,

গত ২১শে আগষ্ট ২০০৮ জমিয়তে উলামায়ে বাংলা ফুরফুরা শরীফের পক্ষ 'হতে ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী, জনাব আব্দুস সাত্তার সাহেবের কাছে ১০ হাজার মানুষের একটি গণ-ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সেদিনের দাবীগুলির মধ্যে বিশেষ ভাবে কোলকাতার মানিকতলা ২৪/১ মুন্সী পাড়া লেনে অবস্থিত, উভয় বঙ্গের প্রখ্যাত সাধক, ফার্সী কবি, শাহ সুফি, ফতেহ্ আলী (রহঃ)'র সমাধি কে কেন্দ্র করে প্রায় ২০বিঘা জমিতে একটি মসজিদ ও কবরস্থান সহ যে কমপ্লেক্স গড়ে উঠে ছিল, ১৯৬৪ সালে এলাকা ছেড়ে সংখ্যালঘুরা চলে যাওয়াতে ১২/১৩ বিঘা জমি জবর দখল হয়ে যায়। যে অংশটুকু পড়ে আছে তার সুরক্ষা সহ মসজিদ সংস্কারের দাবীটি ছিল অন্যতম।

গণ ডেপুটেশনের পর আপনার সরকারের নির্দেশে ওয়াকফ বোর্ড উক্ত সম্পত্তির উন্নয়নের স্বার্থে একটি ***Development Committee*** করে দেয়। কমিটির প্রস্তাব মত ওয়াকফ বোর্ড কবরস্থান সুরক্ষার কাজ ও শুরু করে, ২০ দিন যথাযথ ভাবে কাজ চলার পর ১৩ই নভেম্বর ২০০৯ শুক্রবার কয়েকজন ব্যক্তির প্ররোচনায় এলাকার বাইরে থেকে লোক এনে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। যার নেতৃত্ব দেন স্থানীয় বিধায়ক শ্রী সাধন পান্ডে মহাশয়। তার বক্তব্য উক্ত মসজিদ সংলগ্ন জমি (কবরস্থান) টি পৌরসভার সম্পত্তি। এই রূপ কথা উত্থাপন হওয়াতে ২১শে নভেম্বর শনিবার দু'ই জন বোর্ড মেম্বার ও ইঞ্জিনিয়ারকে সাথে নিয়ে ওয়াকফ কমিশনার স্বয়ং মানিকতলা থানায় , শ্রী সাধন পান্ডের উপস্থিতিতে নথিপত্র সহ প্রমান করেন পৌরসভার নয় বরং উক্ত জমিটি ওয়াকফ ষ্টেট, যা ১৯৫০ সালে নথিভুক্ত হয় । (ইসি নং - ১১৭৬৬)

এর পরেও সাধনবাবু নির্দেশ দেন কবরস্থান ঘেরা যাবে না, বর্তমানে কাজ বন্ধ হয়ে পড়ে আছে, অতএব যাতে সুষ্ঠ ভাবে কাজটি সম্পন্ন করা যায় তার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Jamiat-E-Ulama-E-Bangla
Vill &- P. O.-Furfura, Dist.-Hooghly. (W. B.)
Central Committee

ভবদীয় —

Syed. Bahauddin

সৈয়দ বাহাউদ্দিন
General Secretary,
Central Committee
সাধারণ সম্পাদক
Jamiat-E-Ulama-E-Bangla
জমিয়তে উলামায়ে বাংলা, কেন্দ্রীয় কমিটি

# পশ্চিমবঙ্গের ওয়াকফ সম্পত্তির উদ্ধারে জমিয়তে উলামায়ে বাংলার চিন্তাভাবনা

Mobile : 9733625625

## JAMIAT-E-ULAMA-E-BANGLA

GOVT. REGD. NO.–S/IL/4845
*Control Office* : **Furfura Darbar Sharif, P.O.- Furfura**
**Dist. - Hooghly. (WB) Pin - 712 706**

*Ref. No.* :.............. *Date* 21.8.08

*President / Secretary*

মাননীয়
জনাব আব্দুস সাত্তার সাহেব
(সংখ্যালঘু উন্নয়ন মন্ত্রী, পঃ বঃ সরকার)
ওয়াকফ বোর্ড, ম্যাডান স্ট্রীট, কলকাতা

মহাশয়, কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের জেলা গুলিতে সংখ্যালঘু মুসলিমদের যে পরিমান ওয়াকফ সম্পত্তি রয়েছে, তার মূল্য আজকের দিনে কয়েকশো কোটি টাকা। এই সম্পত্তির অপব্যবহার এবং আত্মসাৎ এর ইতিহাস যদিও পুরাতন, তবে পূর্ব ধারা আজও অব্যাহত রয়েছে।

কলকাতার মধ্যে মুসলিমদের ওয়াকফ সম্পত্তি জবর দখল পূর্বক প্রমোটারীর ব্যবসার কথা কারও আজানা নয়, বর্তমানে আমরা যতটা আবগত আছি সে মত কলকাতায় যে সকল গোরস্থান মসজিদ ও অন্যান্য ওয়াকফ সম্পত্তি দখলকারীদের অধীনে নিজস্ব বাসস্থান, শপিং মল বা মার্কেট ও বাড়ীঘর তৈরী হয়েছে এবং হতে চলেছে এমন কতগুলি ওয়াকফ সম্পত্তি যথাক্রমে ৫১/১ সতীশ মুখার্জী রোডের ২৫ বিঘা গোরস্থান যার অধিকাংশটাই বেআইনী কলনী গড়ে উঠেছে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতার সহযোগিতায় * ১৭ নং গড়িয়াহাট রোড মসজিদের সম্পত্তি * ৫২ নং ফ্রি স্কুল স্ট্রীট * ৭১,৭৩ ইলিয়াড রোড * ৭৭,৭৮,৭৯,৮০,৮২ এবং ৮৮/২ কলীন স্ট্রীট * বেলেঘাটা সওলাতুন নেসা স্টেটের মসজিদ ও গোরস্থানের সম্পত্তি * ২৪/১ মুনসিপাড়া লেন, মানিকতলা গোরস্থানের সম্পত্তি ইত্যাদি। এই অপকর্মের সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এদের প্রচ্ছন্ন মদতে এইসব কাজ হয়ে চলেছে।

সুতরাং অবিলম্বে সরকার বাহাদুর এই জবর দখল মুক্ত করে গোরস্থান ও মসজিদের পবিত্রতা ও সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। সর্বোপরি ওয়াকাফকারীর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী যথাযথ ভাবে সংখ্যালঘু স্বার্থে ওয়াকফ সম্পত্তি গুলি ব্যবহার হোক আজকে এটাই আমাদের দাবী।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯ শতকের বাংলার প্রখ্যাত মুসলিম তাপস এবং সাধক, ফারসী কবি শাহ ফতেহ আলি ওয়াসী (রঃ) সহ বেশ কয়েকজন ঐতিহাসিক ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের সমাধি রয়েছে ২৪/১ মুসশিপাড়া লেনের মানিক তলার গোরস্থানে। যা ওয়াকফ সম্পত্তির অন্তর্ভূক্ত । এই ওয়াকফ কৃত জমির কিছু অংশ জবর দখল কারীদের অধিনস্থ, বাকী যে অংশটুকু পড়ে আছে তার ও অবস্থা বে-হাল। হয়তো আগামীতে এটাও জবর দখলকারীদের অধিনে চলে যাবে। এছাড়া এক শ্রেণীর অসৎ মানুষ দীর্ঘ দিন ধরে এই সাধকের সমাধিকে কেন্দ্র করে ধর্মের নামে ব্যবসা চালিয়ে আসছে। এই সুবাদে বাংলাদেশ থেকে তারা পাচ্ছে প্রচুর পরিমানে টাকা পয়সাও।

অতএব আজকের এই গণ ডেপুটেশনে আরও দাবী করা হচ্ছে যে, শাহ ফতেহ আলি ওয়েসী (রহঃ) সমাধি, সংশ্লিষ্ট জমি ও মসজিদটির পবিত্রতা অক্ষুন্ন রাখতে এবং এর উন্নতি সাধনে মুসলিম ধর্মীয় বুদ্ধিজীবিদের নিয়ে একটি **Management And Development Committee** গঠন করা হোক। আপনি ও আপনার সরকার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন বলেই জমিয়তে উলামায়ে বাংলা আশা রাখছে।

Mobile : 9733625625

# JAMIAT-E-ULAMA-E-BANGLA

GOVT. REGD. NO.–S/IL/4845
Control Office : **Furfura Darbar Sharif, P.O.- Furfura**
**Dist. - Hooghly. (WB) Pin - 712 706**

*Ref. No.* ...............  *Date :* 21.8.08

*President / Secretary.*

## দাবী সমূহ

- মূল্যবান ওয়াকফ্ সম্পত্তি গুলিকে চিহ্নিত করে মুসলিম সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- ওয়াকফ্ বোর্ডের অধীনস্থ মসজিদ গুলির সার্বিক সংস্কার সাধন ও উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- মানিকতলা গোরস্থানের মত ৫১/১ সতীশ মুখার্জ্জীর রোডে সুবিশাল সম্পত্তি যার মধ্যে ২৫ বিঘা গোরস্থান রয়েছে। এমন সব গোরস্থান হতে জবর দখল উচ্ছেদ করে গোরস্থানের পবিত্রতা রক্ষা করতে হবে।
- মহামান্য হাই কোর্টের নির্দেশে মোতায়াল্লী কমিটি কর্ত্তৃক পরিচালিত এমন সম্পত্তি গুলিকে ওয়াকফ্ আইনের ৬৬ ধারা প্রয়োগ করে, হাই কোর্টের অনুমোদন সাপেক্ষে সম্পত্তি গুলিকে ওয়াকফ্ বোর্ডের আওতায় আনতে হবে।

Jamiat-e Ulama-e-Bangla Islam
Furfura Darbar Sharief
P.O. Furfura,
Dist. Hooghly
(Hooghly District Committee)

ভবদীয় — Syed. Bahauddin
সৈয়দ বাহাউদ্দিন
সাধারণ সম্পাদক
'জমিয়তে ওলামা[illegible]' (কেন্দ্রীয় কমিটি)
ফুরফুরা শরীফ, হুগলী

Central Committee
Jamiat-e-Ulama-e-Bangla

# জমিয়তে উলামায়ে বাংলার দাবীর ভিত্তিতে
# মাদ্রাসার শিক্ষাসহ সংখ্যালঘুদের যে সমস্ত দাবীদাওয়া সরকার কর্তৃক মান্যতা পায়


**Dr. Abdus Sattar**
*Minister of State*
Minorities Development & Welfare and Madrasah,
Government of West Bengal.

Phones :
*Office* : (033) 23593939, *Res.* : (033) 23445419, *(M)* : 9433005419
*e-mail* : abdussattar@rediffmail.com
Bikash Bhavan, Bidhannagar, Kolkata
Phone & Fax : (033) 23593939
Writers' Buildings, Kolkata
Phone & Fax : (033) 22143066

**ড. আবদুস সাত্তার**
রাষ্ট্রমন্ত্রী,
সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণ এবং মাদ্রাসা শিক্ষা,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

দূরভাষ : অফিস : (০৩৩) ২৩৫৯৩৯৩৯, আবাস : (০৩৩) ২৩৪৪৫৪১৯,
(মোবাইল) : ৯৪৩৩০০৫৪১৯
ই-মেল : abdussattar@rediffmail.com
বিকাশ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা
ফ্যাক্স ও দূরভাষ : (০৩৩) ২৩৫৯৩৯৩৯
মহাকরণ, কলকাতা
ফ্যাক্স ও দূরভাষ : (০৩৩) ২২১৪৩০৬৬


নং ৯৬-এম.ও.এস.এম.এম ডি. তাং ৯-১০-০৭

সৈয়দ বাহাউদ্দিন
সাধারণ সম্পাদক
জমিয়তে উলামায়ে বাংলা
ফুরফুরা শরিফ
হুগলী।

Attn: Mr. Sandipon Chakrabarty

মহাশয়,

গত ১লা মার্চ রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিত কনভেনশনে আপনাদের পক্ষ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট একটি দাবীসনদ পেশ করা হয়েছিল। আপনাদের দাবীগুলি সরকার গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়িত করেছেন, তা নিম্নরূপ-

১) রাজ্যের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত যে সমস্ত অঞ্চলে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় নেই সেই সকল অঞ্চলগুলিকে চিহ্নিত করে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। এই শিক্ষাবর্ষেই বেশ কিছু মহাবিদ্যালয় ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে এবং হচ্ছে।

২) রাজ্য সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসাগুলিকে 'সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানে'র মর্যাদা-দান করেছেন। ফলত, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কোনরূপ সংরক্ষণ প্রথা প্রযোজ্য হবে না।

৩) কলকাতা মাদ্রাসাকে রাজ্য সরকার সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এই সংক্রান্ত বিলটি আগামী নভেম্বর মাসে বিধানসভায় পেশ করা হবে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ক্যাম্পাস গৌরাচাঁদ দে লেন এবং কল্যাণীতে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে স্থির হয়েছে। এছাড়াও ফুরফুরা শরিফ, বাটনা এবং বেলডাঙা-এই তিনটি সিনিয়র মাদ্রাসাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস করার প্রস্তাবটি রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন।

# জমিয়তে উলামায়ে বাংলার দাবীর ভিত্তিতে
# মাদ্রাসার শিক্ষাসহ সংখ্যালঘুদের যে সমস্ত দাবীদাওয়া সরকার কর্তৃক মান্যতা পায়

**Dr. Abdus Sattar**
*Minister of State*
Minorities Development & Welfare and Madrasah,
Government of West Bengal.
Phones :
*Office* : (033) 23593939, *Res.* : (033) 23445419, *(M)* : 9433005419
*e-mail* : abdussattar@rediffmail.com
Bikash Bhavan, Bidhannagar, Kolkata
Phone & Fax : (033) 23593939
Writers' Buildings, Kolkata
Phone & Fax : (033) 22143066

**ড. আবদুস সাত্তার**
রাষ্ট্রমন্ত্রী,
সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও কল্যাণ এবং মাদ্রাসা শিক্ষা,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
দূরভাষ : অফিস : (০৩৩) ২৩৫৯৩৯৩৯, আবাস : (০৩৩) ২৩৪৪৫৪১৯,
(মোবাইল) : ৯৪৩৩০০৫৪১৯
ই-মেল : abdussattar@rediffmail.com
বিকাশ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা
ফ্যাক্স ও দূরভাষ : (০৩৩) ২৩৫৯৩৯৩৯
মহাকরণ, কলকাতা
ফ্যাক্স ও দূরভাষ : (০৩৩) ২২১৪৩০৬৬

Attn: Mr. Sandipan chakraborty

২০০৮- ২০০৯ শিক্ষাবর্ষে কলকাতা মাদ্রাসা বিশ্ববিদ্যালয়-রূপে কাজ শুরু করতে পারবে। এই সংক্রান্ত জরুরি কাজ দেখভালের জন্য বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক নিয়োগ করা হচ্ছে।

কলকাতা এবং হুগলি মাদ্রাসাকে ও 'সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে'র মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যালয় কৃত্যক আয়োগ কর্তৃক আয়োজিত মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্যে আলাদা প্যানেল তৈরী করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই সংক্রান্ত নির্দেশনামাটি কার্যকর হয়েছে।

৪) সংগঠক শিক্ষকসহ অননুমোদিত মাদ্রাসার অনুমোদনের বিষয়টি রাজ্য সরকার গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে এবং বিষয়টি আইন বিভাগের সঙ্গে আলোচনাধীন।

৫) সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম প্রদত্ত ঋণ পাওয়ার পদ্ধতি সরলিকৃত করা হয়েছে।

৬) রাজ্যের প্রতিটি দপ্তরের নিয়োগ কমিটিতে একজন করে সংখ্যালঘু সদস্য রাখতে হবে। এই সংক্রান্ত নির্দেশনামাটি কার্যকর হয়েছে। রাজ্যের সংখ্যালঘুদের চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রটি প্রসারিত হয়েছে।

অভিনন্দনসহ

( আবদুস সাত্তার )

# জমিয়তে উলামায়ে বাংলার দাবীর ভিত্তিতে
# মাদ্রাসার শিক্ষাসহ সংখ্যালঘুদের যে সমস্ত দাবীদাওয়া সরকার কর্তৃক মান্যতা পায়

সত্যমেব জয়তে

**কান্তি বিশ্বাস**
মন্ত্রী
শিক্ষা বিভাগ (প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা)
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নং ৪৬৬(২)/ম/শিক্ষা (প্রাঃ মাঃ)

তারিখ ৫/১২/০৫ ২০০

**মহাশয় ,**

' *জমিয়তে উলামায়ে বাংলা* '-এর পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে এক সুচিন্তিত অভিমত পেশ করা হয়েছে । রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত এ. আর. কিদোয়াই কমিটি যথার্থ ভাবে উল্লেখ করেছেন মাদ্রাসা বিশেষ করে সিনিয়র মাদ্রাসায় অনুসৃত পাঠ্য বিষয়ে আধুনিকীকরণ করতে হবে ঠিকই, তবে সেই সাথে মাদ্রাসার নিজস্ব ঐতিহ্যকে সচেতন ভাবে সংরক্ষা করার একান্ত প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে । পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পরে যে ভাবে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত ও উন্নত করা হয়েছে, মাদ্রাসা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো হয়েছে তা গোটা ভরতের কাছে এক তুলনাবিহীন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত । বিশ্ব ব্যাপী নিয়মিত ভাবে পরিবর্তন ঘটে চলেছে । তার সাথে যেমন সামঞ্জস্য রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে, একই সাথে ঐতিহ্য পরম্পরায়কে রক্ষা করার বিষয়টিও অতীব গুরুত্বপূর্ণ । আপনাদের আলিম, ফাজিল, কামিল এবং এম. এম. পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে সরকারী অভিমত হল এই, আপনাদের মূল দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সরকার সহমত পোষণ করে । আপনাদের মূল বক্তব্যকে কার্যকরী করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে । বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে যদি কোথাও কোনো অসুবিধা দেখা দেয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ আপনাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সেই অসুবিধাকে দূরীভূত করতে সচেষ্ট থাকবে।

এই রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল বিষয়ে যে কোনো দায়িত্বশীল এবং কর্তব্যপরায়ণ সংস্থার সাথে আলোচনা করতে সরকার সব সময় প্রস্তুত । আপনারা বিভিন্ন বিষয় চিন্তা ভাবনা করে যে সুপারিশগুলি করেছেন তার জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ।

ভবদীয়

( কান্তি বিশ্বাস )
৫/১২/২০০৫

**জনাব সৈয়দ বাহাউদ্দিন**
**সাধারণ সম্পাদক**
**জমিয়তে উলামায়ে বাংলা**
**ফুরফুরা দরবার শরিফ**
**পোঃ- ফুরফুরা, জেলা- হুগলী**

# আমার চোখে দেখা জমিয়তে উলামায়ে বাংলা

**কাজী কিরমানি**
এম.কম. এম.বি.এ, কেন্দ্রীয় কমিটি সদস্য

**সকল প্রশংসা আমার আল্লাহর এবং প্রিয় নবী (সাঃ) এর প্রতি বর্ষিত হোক শতকোটি দরুদ ও সালাম**

যুগ প্রবর্তক (মুজাদ্দিদে) শাহ আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) শেষ জীবনে প্রতিষ্ঠিত সংগঠন "জমিয়তে উলামায়ে বাংলা"-র আমি নগণ্য, ক্ষুদ্রতম অযোগ্য কর্মী হতে পেরে আমি আল্লাহর প্রতি জানাই শতকোটি শুকরিয়া।

১৩ই এপ্রিল ২০০৩ রবিবার জমিয়তে উলামায়ে বাংলার আহ্বানে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র ইরাক দখলের প্রতিবাদে ইঙ্গ মার্কিন বিরোধী ঐতিহাসিক ধিক্কার মিছিল ও সমাবেশ কলকাতার মার্কিন দূতাবাসের সন্নিকটে হয়। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন বাংলার বুদ্ধিজীবি মহলের অনেকেই, সভার পৌরহিত্য করেন সংগঠনের প্রধান আল্লামা পীর সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী (রঃ)। এই সভায় আমি প্রথম যুক্ত হলাম জমিয়তে উলামায়ে বাংলা-র সাথে। ঐ দিনের সংবাদটি দৈনিক পেপার গুলিতে গুরুত্ব সহকারে ছাপা হয়। সেদিন থেকে দীর্ঘ ২০ বছর জমিয়তের কর্মকান্ডের সাথে আমি সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছি, এই সুবাদে মুফতী, মাওলানা, ডাক্তার, আইনজীবি, অধ্যাপক, ইঞ্জিনিয়ার সংগঠক, সমাজহিতৈষী বিভিন্ন গুণীজন মহৎ ব্যক্তিবর্গের সান্নিধ্যে আমার আসার সুযোগ ঘটে; বিশেষ করে পীর আল্লামা সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী (রহঃ) সহ যে সকল বয়োজৈষ্ঠ্য পীর সাহেব গণের সাহচর্যে আমি ধন্য হই তারা হলেন যথাক্রমে- পীর আবুল ফারাহ সিদ্দিকী (রহঃ), পীর কলিমুল্লাহ সিদ্দিকী (রহঃ), পীর নুরুদ্দিন সিদ্দিকী (রহঃ), পীর ওমর সিদ্দিকী, আল্লামা পীর বদরুদ্দিন আজহারী (রঃ), ডঃ মহঃ শহীদুল্লাহ সাহেব প্রমুখ।

সমাজে অবহেলিত মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানো সঠিক রাস্তা দেখানো, একতাবদ্ধ হয়ে সমাজের কিছু অসংগতি নিয়ে কাজ করা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্ম সংস্থান মানুষের পাশে থেকে মানুষের দুঃখ দুর্দশা সুবিধা অসুবিধা সরকারের নজরে এনে কাজ করতে এগিয়ে যাওয়া, সংগঠনের ইতিহাস ঐতিহ্য সবার সামনে উপস্থাপন করা, শিক্ষার হার বাড়াতে কর্ম সংস্থান গড়তে, জনশক্তি তৈরি জনসংযোগ তৈরি করতে, একতাবদ্ধ হয়ে এবং সবাই মিলে কাজ করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং ক্ষেত্র বিশেষ সরকারের কাছ থেকে কাজ করিয়ে নেওয়া। এই কর্মকান্ডগুলো সংগঠনের সভাপতি পীর আল্লামা সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী (রঃ) নির্দেশে সংগঠনের সম্পাদক সৈয়দ বাহাউদ্দিন সাহেবকে অতি দক্ষতা ও নৈপুর্ণ্যতার সঙ্গে পালন করতে দেখেছি। এই কাজের গতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আজকের দিনে যাদের নাম বিশেষ উল্লেখ্যের দাবী রাখে তারা হলেন যথাক্রমে- মাওলানা আব্দুল খালেক সাহেব (রঃ), উঃ ২৪ পরগণা, শাহ সুফি আমির আলী (রঃ) উঃ ২৪ পরগণা, মাওলানা তোজাম্মেল হোসেন সাহেব উঃ ২৪ পরগণা, মাস্টার সফিকুল ইসলাম সাহেব উঃ ২৪ পরগণা, মাওলানা কাজী মহঃ ত্বহা সাহেব, আকুনী হুগলী। মহঃ বেলাল সাহেব হুগলী, অ্যাডভোকেট সামিউল্লাহ সাহেব-বাঁদপুর, অধ্যাপক আবু জাফর (রঃ) হুগলী, মহঃ সওকাত , জনাব কামরুল সাহেব-ধনেখালি, হুগলী ডাঃ আব্দুল কাইয়্যুম সাহেব, জনাব মোহর আলী, তারকেশ্বর হুগলী, সৈয়দ আলমগীর হোসেন সাহেব ফুরফুরা, মাওলানা মহঃ ঈশা সাহেব উঃ ২৪ পরগণা, বদরুদ্দিন প্রধান সাহেব, মাওলানা ইমান আলী সাহেব, মোল্লা রজব আলী সাহেব উঃ ২৪ পরগণা, মাওলানা হাসান সাহেব হাওড়া, মাওলানা আবু জাফর সাহেব হাওড়া, জনাব মইনূল হক সাহেব হাওড়া, মাওলানা মহঃ এশাহাক আরামবাগ, মাওলানা

নজিবর রহমান দঃ ২৪ পরগণা, মাওলানা তোজাম্মেল হক দঃ ২৪ পরগণা, মাওলানা আব্দুল জলিল (রঃ), ডাঃ কামাল খান সাহেব বাঁকুড়া, মহঃ মহিজুদ্দিন সাহেব বাঁকুড়া, মাওলানা লুৎফর রহমান মেদনীপুর, মাওলানা কুতুবুদ্দিন বাঁকুড়া, মাওলানা হবিবুল্লাহ বীরভূম, মুফতি মোবারক আলী দঃ ২৪ পরগণা, মাওলানা আব্দুল ওহাব সাহেব মালদা, মাস্টার আব্দুর রউফ মালদা প্রমুখ।

"জমিয়তে উলামায়ে বাংলা"র কর্ম তৎপরতার যে বিষয়গুলি আমার স্মরণে আসে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সাচার কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়ন করে মুসলিমদের উন্নয়নের দাবিতে ১লা মার্চ ২০০৭ সালে কলকাতা রবীন্দ্র সদনে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনে রাজ্য সরকারের প্রাক্তণ মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয়, বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান শ্রী বিমান বসু মহাশয়, প্রাক্তণ শিক্ষামন্ত্রী আব্দুল সাত্তার সাহেব তখনকার কংগ্রেস নেতা শ্রী মানস ভুঁইঞা উপস্থিত ছিলেন। সংগঠনের প্রধান বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ফুরফুরা শরীফের সর্ববয়োজ্যেষ্ঠ পীর সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী (রঃ) আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সহ-সভাপতি শাহ সুফি পীর আবুল ফারাহ সিদ্দিকী (রঃ), সহ-সভাপতি শাহ সুফি পীর নূরউদ্দিন সিদ্দিকী (রঃ) সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ বাহাউদ্দিন সাহেব, বুদ্ধিজীবী শ্রী অঞ্জন বসু, শ্রী অলোক প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেব প্রমুখ। এদিনের সংবাদটি আনন্দবাজার , বর্তমান, আজকাল এবং উর্দু, ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা গুলিতে প্রকাশিত হয়। এই কনভেনশনের দাবি দাওয়া নিয়ে কিছু দিনের মধ্যেই রাইটাস বিল্ডিং এ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে আটজন প্রতিনিধির সঙ্গে আমি অধম উপস্থিত ছিলাম, এই দিনটি আমার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই আলোচনার মাধ্যমে সরকার জমিয়তে উলামা-র পেশকৃত দাবীর গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় মেনে নেন, যেমন মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন গঠন, সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের স্টাইফেন বা সরকারী অনুদান প্রদান, এম.এস.কে মাদ্রাসা অনুমোদন যার দরুন বর্তমানে কয়েক হাজার শিক্ষিত বেকার চাকুরীরত।

পরিশেষে আমার মনে হয়েছে যে, সঠিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করলে সংগঠন সত্যিকার অর্থেই সমাজের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে, আজকের দিনে "জমিয়তে উলামায়ে বাংলা" শতবর্ষে পদার্পণ করা একটি বড় দৃষ্টান্ত। তাই আমাদের সকলের উচিৎ হবে, সভাপতি, সম্পাদক ইত্যাদি পদের লোভ বিসর্জন দিয়ে সত্যিকার উন্নয়ন মূলক কাজের সংকল্প করতঃ আবুবকর সিদ্দিকী (রঃ) আদর্শ কে সামনে রেখে সংগঠন করা। ফুরফুরা অন্যতম বয়োজ্যেষ্ঠ পীর আল্লামা সাইফুদ্দিন সিদ্দিকী (রঃ) রএকমাত্র যোগ্য সাহেবজাদা পীর মুফতী মোহাঃ ইমরান উদ্দিন সিদ্দিকী আল কোরাইশীর নির্দেশ ও পরিচালনায় এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন সাহেব সংগঠনের কার্যধারা অব্যাহত রেখেছেন।

এ পর্যন্ত সংগঠনের শুভাকাঙ্খী ও কর্মী যারা আমাদের থেকে বিদায় নিয়েছেন, তাঁদের মাগফেরাতের জন্য আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া চাই, আল্লাহ যেন তাঁদেরকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করেন- আমীন। অসুস্থতার মাঝে অল্প সময়ের মধ্যে লেখার ক্ষেত্রে ত্রুটি বিচ্যুতি সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছেড়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, যার জন্য পাঠক মহল আমাকে ক্ষমা সুন্দর নজরে দেখবেন বলেই আশা রাখি।

# এক ঝলকে 'জমিয়তে উলামায়ে বাংলা'র নিয়মিত কর্মসূচী

## ধর্মীয় ক্ষেত্রে -

- তাহাফফুযে দ্বীন ও খিদমাতে খালক
- ইসলামের জন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ
- মিল্লাতের অধিকার আদায় ও বঞ্চনার প্রতিবাদে প্রশাসনের কাছে বিভিন্ন পদক্ষেপ
- মসজিদ মাদ্রাসা তথা রসুল ও ইসলামের বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে অকুতোভয় প্রতিবাদ।

## শিক্ষাক্ষেত্রে

- মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে সদা সক্রিয়
- মুসলিম জাতির শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতিতে সহায়তা
- দুঃস্থ শিক্ষার্থীদের বই খাতা কলম প্রদান
- কৃতী সিক্ষার্থী ও গুণীজন সংবর্ধনার মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান।

## স্বাস্থ্যক্ষেত্রে

- স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির
- বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ
- রক্তদান শিবির
- চক্ষুপরীক্ষা শিবির
- ছানি অপারেশন শিবির
- দুঃস্থ রোগীদের আর্থিক সহযোগিতা

## বিপর্যয় মোকাবিলা ও অন্যান্য

- বন্যা, ঝড়ে, দুর্গতদের খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ প্রভৃতি সহযোগিতা
- প্রতিকুল পরিস্থিতিতে ত্রাণশিবির স্থাপন
- নতুন বস্ত্র, শীতবস্ত্র, প্রদান

Printed by : The Computer Point - Sheakhala, Hooghly - M : 9932577977